নাটক

শৈলেশ বিশী

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের
উদ্দেশে

অর্ঘ

নাট্যকার যদি তার নাটকের মুখবন্ধ লেখে তার নাটকের পরিচয় করাতে যায়—তার চাইতে বড় পরিহাস আর কিছু হতে পারে না। যেহেতু নাটকের পরিচয় তার অভিনয় সাফল্যে।

আমার বলবার কথা শুধু এই—যে লোকোত্তর মানবের জীবন আমি নাটকাকারে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছি, তাঁর জীবনের গতি—১৯৪১ সাল হতে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি—এত দ্রুত যে, কোন সাহিত্যিক নাট্যকার বা লেখকের সে উল্কা গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা কঠিন। এক কথায় বলতে গেলে, তাঁর জীবনের এই চার বৎসরের ঘটনা একটা জাতির দু'শো বৎসরের মরা বাঁচার ইতিহাস—যার পটভূমি হচ্ছে—ভারত, য়ুরোপ ও সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া। আমি তাঁর এই লোকোত্তর জীবনের ঘটনা নাটকাকারে রূপ দিবার চেষ্টা করেছি। আমি জানি কত বড় দুঃসাহসের কাজে আমি হাত দিয়েছি। এই নাটকের স্থান ও কাল কেবল তাঁর বাস্তব জীবনের ঘটনা হতে নিয়েছি, আর সবই তাঁর জীবনী থেকে কল্পনায় গড়েছি। জানি না, তাঁর লোকোত্তর মহৎ জীবনকে আমি সার্থক ভাবে কতটা রূপ দিতে পেরেছি তাঁর এই জীবন নাটকে।

উজ্জয়িনী সাহিত্য গোষ্ঠিতে নাটকখানি আগাগোড়া পড়া হয়। উক্ত ক্লাবের সভ্য, দু'জন কবি—শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য্য ও কবি শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় এই নাটকে দু'খানি গান (চল্ চলরে দিল্লী চল—গানটি রাখাল বাবুর,—শহীদ স্মৃতি গানটি দীনেশ বাবুর) দিয়ে নাটকখানি সঙ্গীতমুখর করেছেন। তাছাড়া তারাশঙ্কর বাবুর ("গনদেবতার" লেখক) নির্দ্দেশে এই নাটকের দু'টি অধ্যায় আমি বদলে দিয়েছি। আর্টপ্রেস ও আর্ট পাবলিসিটির সত্ত্বাধিকারী ও কর্ম্মকর্ত্তারা তৎপর হয়ে নাটকখানি ছাপতে সাহায্য করেছেন।

এই নাটকের বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী তিনটী সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশকরা আজাদ হিন্দ সাহায্য ভাণ্ডারে প্রতি সংস্ককরণের একশত কপি করে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন—এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই নাটকের চরিত্র সকলেই জীবিত। যদি এই সব জীবিত ব্যক্তিগণের চরিত্র অঙ্কনে আমার অজ্ঞাতে ভ্রম প্রমাদ বশতঃ ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তবে তাঁরা যেন মার্জ্জনা করেন। জয় হিন্দ।

কলিকাতা
১৩৫২, ফাল্গুন

শৈলেশ বিশী

নাটকের চরিত্র

নেতাজী	...	আজাদ—হিন্দের সর্ব্বাধিনায়ক
রাসবিহারী বসু	...	ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি ও আজাদ—হিন্দের প্রধান উপদেষ্টা (supreme adviser)
শা'নবাজ	...	আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যাধ্যক্ষ
গিয়ানী	...	ঐ
কর্ণেল চাটার্জ্জী	...	আজাদ হিন্দ ফৌজের পররাষ্ট্রসচিব
ক্যাপ্টেন মোহন সিং	...	আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠনকারী
লোকনাথম্	...	আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র আন্দামান শাসন কর্ত্তা
জেনারেল যশীদা	...	জাপান রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ রক্ষক
হাচিয়া	...	আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রে জাপানী দূত

স্ত্রী চরিত্র

কর্ণেল লক্ষ্মী	...	আজাদ হিন্দের ঝান্সির রাণী বাহিনীর অধিনেত্রী ও আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের সচিব সঙ্ঘের সভ্যা
সিপ্রা	...	আজাদ হিন্দ বাহিনীর নারী যোদ্ধা
মায়া	...	ঐ
রাণু	...	ঐ
রেবা	...	ঐ

সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, গুপ্তচর, রাষ্ট্রদূত, নারীবাহিনী ও নাগরিকাগণ, গোলন্দাজ সৈন্য, বিমানবাহিনী, বাদিত্র ইত্যাদি

স্থান—কলিকাতা, দিল্লী, খাইবার গিরিসঙ্কট, ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডী উপকূল—রেঙ্গুন—সিঙ্গাপুর—কোহিমা, মণিপুর, ইম্ফাল, ব্রহ্ম ও মালয়দ্বীপপুঞ্জ।

সময়—১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের কাহিনী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—অস্তমিত রবি রশ্মির গাঢ় লালিমার অন্তরালে একটি কালো দাগের মত দিল্লীর লাল কেল্লা দেখা যাইতেছে। কেল্লার বাঁ পাশে—জুম্মা মসজিদ্ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার হইতেছে—কেল্লার সম্মুখে বিপুল জনতা—তাহার এক পাশে একটি সরাই বা চা'খানা দেখা যাইতেছে

সময় ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম।

একদল যুবক যুবতী প্রসেসন্ করিয়া জাতীয় পতাকা লইয়া গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে—তাহারা গাহিতেছে—

চল্ চল্‌রে দিল্লী চল্
পার হয়ে নদী হিমশীতল
পার হয়ে ওই বনাঞ্চল
পার হয়ে গিরি শিখর দল
চল্‌রে দিল্লী চল্

ঐ বহু দূরে ফিরে তাকাও
জন্ম ভূমি কি দেখিতে পাও
বীর পদ ভরে এগিয়ে যাও
ধরা করে টলোমল।

দিল্লী মোদের ডাকিছে শোন্
চল্লিশ কোটী ভাই ও বোন
আকুল আবেগে ডাকে এমন
প্রাণ করে চঞ্চল।

নেতাজী

বাহাদুর শাহ টিপু সিরাজ
আমাদের পানে চাহিছে আজ
ওই ডাকে শোন নানা ও লক্ষ্মী
"আয় বীর সেনা দল"।

বুকের রক্তে রাঙিয়ে চল্
শত্রুর ব্যূহ ভাঙ্গিগে চল্
দিল্লী চলার পথ দেখ ঐ
ফেলিছে অশ্রু জল।

আসুক মৃত্যু ভয়তো! নাই
শহীদের মত মৃত্যু চাই
দিল্লী চলার পথ-ধূলি চুমি
মরণেও পাব বল্।

বন্ধু! সময় নেইকো আর
হাতিয়ার হাতে ধাও এবার
দিল্লীর পথের, মুক্তির পথের
স্বপ্ন হোক সফল।

বন্ধুর পথে এগিয়ে চল
বিক্ষত পদে এগিয়ে চল
ধরণী কাঁপিয়ে এগিয়ে চল
আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দল
চলরে দিল্লী চল্।

প্রসেসন্ দেখিয়া জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিল ও মুহুর্মুহুঃ 'জয় হিন্দ্' ধ্বনিতে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা জানাইল।

প্রসেসন্ চলিয়া গেল—লাল কেল্লার সামনে আজাদ হিন্দ সৈনিকদের আত্মীয়—বিচারের দর্শক, সাংবাদিক, ছাত্র ও ছাত্রী ইহাদের ভিড় লাগিয়াই আছে এবং তাঁহারা সময় কাটাইবার জন্ম চা'খানায় বসিয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতেছে ও জনতার মধ্যে হইতে অনেকে চা পান করিতে এখানে আসিতেছে।

একজন দিল্লীবাসী মুসলমান বলিলেন—আমি নেতাজীকে ১৯৩০ সালে দিল্লীতে বক্তৃতা করতে দেখেছি।

পাঞ্জাবী মটর ড্রাইভার—কী খুবসুরত চেহারা! দেখেই মনে হয় তিনি দুনিয়া জয় করতে পারেন।

আগরওয়ালা শেঠ—ওতো' সোজা লোক নয়! যার গলার মালার দাম হয় বার' লাখ টাকা! ওতো দুনিয়া ফতে কিয়া।

দিল্লীবাসী মুসলমান—এই লাল কেল্লার বিচার আমাদের বড় উপকার করেছে। এই বিচার না হলে—আমরা কিছু জানতে পেতাম না।

লাহোরবাসী জনৈক ছাত্র—একে আপনি বিচার বলেন?

দিল্লীবাসী মুসলমান—বিচার বলি না, বিচারের ঢং বলি! তবুও তো নেতাজী ও আজাদী শহীদদের সব খবর জানতে পেরেছি। এই বিচারে এই শহীদদের কী হবে?

ছাত্র—খালাস পাবে।

সাংবাদিক—কি করে বল্‌ছেন?

ছাত্র—হাবভাব দেখে।

আগরওয়ালা—হিম্মত নহী হোগা!

ছাত্র—ঠিক তাই।

সাংবাদিক—আচ্ছা, নেতাজীকে কার সঙ্গে তুলনা করা চলে?

দিল্লীবাসী মুসলমান—নেপোলিয়নের সাথে।

ছাত্র—নেপোলিয়নের জীবন ঘটনা-বহুল, তবে এত বৈচিত্র্যময় নয়।

সাংবাদিক—তবে কার সাথে তাঁর তুলনা হয়?

ছাত্র—একমাত্র হ্যানিবলের সাথে কতকটা; তিনিও দেশ হতে তাড়িত হয়ে বিদেশে নিঃসম্বল অবস্থা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রোম ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

সাংবাদিক—পারেন নি।

ছাত্র—বিশ্বাসঘাতকতায়। লিডেল হার্ট বলেছেন জগতে এত বড় গৌরবময় পরাজয়ের কাহিনী আর হয় নি। কিন্তু হ্যানিবলের চাইতেও বড় নেতাজী!

[সাংবাদিক জিজ্ঞাসু হইয়া মুখের দিকে চাহিল।

ছাত্র—হ্যানিবলের রোম ধ্বংস করবো এই প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি ছিল, আর নেতাজীর মনোবৃত্তি ছিল ভারতের আজাদী; ব্রিটিশের ধ্বংস নয়।

আগরওয়ালা—ঠিক বাত।

[এমন সময় একজন চুড়ির ফেরিওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আসিয়া চায়ের দোকানে বসিল—সে নেতাজীর আলোচনা হইতেছে

শুনিয়া বলিল—নেতাজী গরীবকা মা বাপ! আজাদ হিন্দ হোনেসে সব কিসিকো খানেকো মিল জায়েগা।

আগরওয়ালা—জরুর।

বৃদ্ধ দোকানদার—১৯৪০ সালে নেতাজী সারা হিন্দুস্থান ঘুরে ফরওয়ার্ড ব্লক করলেন আর বল্‌লেন সরকারকে, হিন্দুস্থান ছাড়। তখন সেকথা কেউ শুন্‌লো না।

ফেরিওয়ালা—অব্-সারে দুনিয়া উনকাবাত শুনেগা।

বৃদ্ধ দোকানদার—আমার ছেলে ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিল বলে দু'বছর জেল খাটে।

পাঞ্জাবী মটরচালক—আপনার ছেলে শহীদ। আজ তামাম পাঞ্জাব নেতাজী বলতে অজ্ঞান।

ফেরীওয়ালা—ইজ্জত ও ইমানকো কোই নহী রোখ্ সকতা।

আগরওয়ালা—জরুর।

বৃদ্ধ দোকানদার—এই লাল কেল্লা আমাদের ইজ্জত ও সরম দুই-ই।

ফেরীওয়ালা—কাহে?

বৃদ্ধ দোকানদার—সাজাহান বাদসা বড় সখ করে এই লাল কেল্লা গড়েন। তার বেটা ঔরঙ্গজেব বাদ্‌সা—বাপকে বন্দী করে এই কেল্লা দখল করে।

ফেরীওয়ালা—উসকোবাদ—

বৃদ্ধ দোকানদার—নাদীর শাহ এসে দিল্লীর বাদ্‌সাহের ধন দৌলত, ময়ুর তক্ত, কোহিনূর সব লুটে নিয়ে যায়। পরে

বাহাদুর সাহ ১৮৫৭ সালে আজাদী ঝাণ্ডা এই লাল কেল্লায় ওড়ান। আজ আবার আজাদ হিন্দের বিচার এইখানেই হচ্ছে। এ সরমের কথা বলবার নয়।

আগরওয়ালা—আমার কথা যদি শোনেন তবে আমাদের গৌরবের কথা।

[সকলে তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু হইয়া চাহিল।

আগরওয়ালা—আপনারা তো জানেন আমরা দিল্লীকে ইন্দ্রপ্রস্থ বলি। এখানে অর্জ্জুনজীরা থাকতেন। তাঁরা মহাভারতের যুদ্ধ করেন, পরে ব্যাসজী তাঁদের বীরত্ব কাহিনী যে বইতে লেখেন তার নাম মহাভারত। আজ এই বিচার উপলক্ষে সেই ইন্দ্রপ্রস্থে আজাদ হিন্দ ও নেতাজীর জীবনের মহাভারত লেখা হচ্ছে; তাতেই বলছিলাম লাল কেল্লা আমাদের গৌরবের।

ফেরীওয়ালা—বহুৎ ঠিক।

[বিচার শেষ হইলে—আজাদ হিন্দ পক্ষের কৌঁসুলী ও নেতারা কেল্লা হইতে বাহির হইলেন।

তাঁহাদের সাংবাদিক, ছাত্র ও পথচারী লোক ঘেরিয়া ফেলিল। নেতারা যথাযথ জবাব দিয়া মোটরে উঠিলেন। কাগজের হকার সেই দিনের বিচারের খবর পরিবেশন করিতে লাগিল। "টাট্‌কা খবর", "তাজা খবর" হাঁকিতে লাগিল।

শীতের সন্ধ্যা নামিয়া আসিতে ছিল ; জনতা যার যার মত চলিয়া গেল। পাষাণ কেল্লার রুদ্ধ দ্বারের পাশে জঙ্গী কায়দায় প্রহরীর পদচারণা দেখা যাইতে লাগিল।

অস্তমিত সন্ধ্যারাগের আরক্তিম আভা রাত্রির অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। সহসা মনে হইল লালকেল্লায় আগুন ধরিয়াছে। দিল্লীর জনসাধারণ অবাক্ বিস্ময়ে লালকেল্লার দিকে চাহিয়া রহিল। জুম্মা মসজিদের প্রশস্ত চত্বরে একজন ফকীর বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন

আজাদহিন্দ ফৌজের
ইত্তিফাক্—
এতমাদ ও
কোরবানীর

জলন্ত আগুনে—লাল কেল্লাকে রাঙাইয়া দিয়াছে। ইয়ে খাক মিট্টিকা আগ নহী, দীলকা রোশনী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। কলিকাতা ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ীর দোতালার কক্ষ। কক্ষের পূবে প্রশস্ত বারান্দা,—পূবের বারান্দার দিকে সিঁড়ি বা ল্যাণ্ডিং। বারান্দা ও কক্ষের মেঝেতে মার্বেল দেওয়া—বাড়ীটি আধুনিক ভাবে তৈরী নয়। একখানি আরাম চৌকিতে একজন তরুণ বসিয়া আছেন। তিনি সদ্য স্নান করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার পরিধানে শুভ্র খদ্দরের ধুতি—গায়ে ধোপদস্ত খদ্দরের পাঞ্জাবী—চোখে চশমা—মাথার সামনে টাক—চুল কালো—গায়ের রং উজ্জল গৌরবর্ণ সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবীর মধ্য দিয়া রং ফাটিয়া পড়িতেছে। তিনি গম্ভীর হইয়া আছেন। তাঁহার বাঁ পা বিদ্যাসাগরী চটির মধ্যে,—ডান পা আরাম চৌকির উপর। পাশের টেবিলে তাঁহার সেক্রেটরী কাগজ পত্রের মধ্যে ডুবিয়া আছেন। মিনিট দুই পরে কাগজ পত্র ঘাটাঘাঁটি করিয়া একখানি খোলা টেলিগ্রাম তাঁহার হাতে দিলেন।

নেতাজী—(পড়িয়া)—উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—পরে বলিলেন—কংগ্রেস থেকে ৩ বৎসরের জন্য আমার নাম খারিজ করে দিয়েছে—এই তো! খুব বড় রকম পরিহাস করেছে বলতে হবে। কংগ্রেস নেতারা (Congress high command) পরিহাস করতে জানে (sense of humour) দেখছি!

সেক্রেটরী—যিনি দু' দুবার উপরি উপরি ত্রিপুরী ও হরিপুরায় কংগ্রেসের রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন—তাঁকে!

নেতাজী—তাতে কি হয়েছে?

সেক্রেটরী—প্রকাশ্য কংগ্রেসে কখনও আপনার উপর কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা পাশ হতো না।

নেতাজী—তা এঁরা হয়ত জানেন।

সেক্রেটরী—তবে—

[অসমাপ্ত কথার মধ্যে বেয়ারা আসিয়া সেক্রেটরীর হাতে ৪।৫ খানি টেলিগ্রাম দিল।

সেক্রেটরী—(পড়িয়া) বোম্বাই হ'তে মিঃ কামাথ জানাচ্ছেন—তিনি আই, সি, এস্, চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আপনার "ফরওয়ার্ড ব্লকে" যোগ দিয়েছেন। পাঞ্জাব হ'তে শার্দ্দুল সিং জানাচ্ছেন তিনি আপনার সঙ্গে আছেন। তাছাড়া—দিল্লী, মধ্য-প্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যার কংগ্রেসের নেতারা আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সেক্রেটরীর মুখে সংবাদ শুনিয়া নেতাজীর মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল—তিনি কোন কথা বলিলেন না।

সেক্রেটরী—এইবার কংগ্রেসের ব্যুরোক্র্যাসী ভাঙলো।

নেতাজী—একথা বলো না। কংগ্রেস ভারতের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক।

এই সময় নেতাজীর ঘরে একটি বালিকা প্রবেশ করিল। ছিপছিপে দোহারা চেহারা—খালি পা—খদ্দরের সাড়ী পরা—মাথার চুল দুধারে বেণী করিয়া কাঁধের দুদিকে দুলিতেছে। বালিকা দেখিতে সুন্দরী—তবে আভরণ বর্জ্জিতা—হাতে দু'গাছি সরু সোনার চুড়ি—গলায় সরু নেকচেনের সহিত একটি স্বস্তিকা পেনডেণ্ট ঝুলিতেছে।

বালিকা—কাকা, তোমার খাবার ফল আনবো ?

নেতাজী কোন জবাব দিলেন না। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন, ধ্যানমগ্ন ঋষির মত—তাঁহার দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন বহুদূরের ঘটনাবলী দেখিতে পাইতেছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর নেতাজী আপনমনেই বলিতে লাগিলেন—

—ঋষি বঙ্কিম ঠিক বলেছেন—"দ্বিসপ্ত কোটী ভূজৈঃ ধৃত খর-কর-বালে—মা! অবলা তোমাকে কে বলে" ? অনন্ত শক্তিশালিনী, মা! শত শত রাজবন্দী আজ বিনা বিচারে কারারুদ্ধ! সহস্র সহস্র যুবক স্বাধীনতার আহ্বানে কারা বরণ করে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাচ্ছে! কত সংসার ছারখার হয়েছে। ১৯০৭ সাল থেকে বাঙ্গালী এই ডাকে সাড়া দিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ—তিলক—এঁদের সাধনা কি বিফল হবে ? তবুও আন্তর্জ্জাতিক সাহায্য ছাড়া ভারতের মুক্তি অসম্ভব।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ঝাণ্টু! ঝাণ্টু বলিয়া দুবার ডাকিলেন। ঝাণ্টু ফলপূর্ণ রেকাবী আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। তিনি ঝাণ্টুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—ঝাণ্টু ! বন্দেমাতরম্ গানটি গাও তো।

ঝাণ্টু দ্বিসপ্ত কোটী ভূজৈঃ ধৃত খর করবালে হইতে আরম্ভ করিয়া গানটি শেষ করিল। ঘর নিস্তব্ধ—বায়ু তরঙ্গে বালিকার সুকণ্ঠ সুরের মূর্চ্ছনা ঘরময় ঝরিতে লাগিল। নেতাজীর চোখে-মুখে

অস্বাভাবিক উন্মাদনা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। এই সময় একজন মহিলা—বিধবা বেশ—চুল রুক্ষ—পরনে কোরা সাদা থান—ঝড়ের মত নেতাজীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া নেতাজী বলিলেন—কে সুমিত্রা?

—হঁা আমি।

—এই বেশে? নরেন?·· ···অর্দ্ধসমাপ্ত কথার জবাব দিল সুমিত্রা—কাল জেলখানায় মারা গেছেন।

—তোমার মেয়ে?

—তাঁর আগেই।

—নরেনের মা?

—পাগল হয়েছেন।

নেতাজী ঝাণ্টুকে বলিলেন—ঝাণ্টু, সুমিত্রাকে ভেতরে নিয়ে যাও।

ঝাণ্টু সুমিত্রাকে ভেতরে নিয়া গেল। নেতাজীর মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ ফুটিয়া উঠিল—তাহা দেখিয়া সেক্রেটরী কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। তিনি খাদ্য স্পর্শও করিলেন না—দূরে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার সুগৌর মুখের রেখার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি তাঁহার কাজের পথ ঠিক করিয়াছেন—পথ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। অধীর আগ্রহে তিনি যেন যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

ডালহৌসি স্কোয়ার বা লালদিঘি। ১৯৪০ সালের জুন মাস শনিবার ২টার পর। আফিস ফেরতা বহু লোক লালদিঘির আশে পাশে জমায়েত হয়েছে। হলওয়েল স্মৃতিসৌধ বা ব্লাকহোল মনুমেন্ট ভাঙিবার জন্য নেতাজীর পরিচালনায় সত্যাগ্রহ চলিতেছে। বেলা ১২টার পর হইতে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এক দলে চারিজন করিয়া কুড়ুল বা হাতুড়ি হাতে সত্যাগ্রহী মনুমেন্ট ভাঙিতে আসে। মনুমেন্টের চারিপাশে পুলিস দড়ি দিয়া ঘের বাঁধিয়া দিয়াছে ও কড়া পুলিস পাহারা মোতায়েন আছে। দূরে বন্দীদের হাজতে লইয়া যাইবার জন্য কাল পুলিস ভ্যান দাঁড়াইয়া আছে।

চারিজন সত্যাগ্রহী মনুমেন্টের চারিপাশ হইতে হাতুড়ী হাতে মনুমেন্টের বাঁধান চত্বরের কাছে আসিল ও সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—জাতির এই দুরপনেয় মিথ্যা কলঙ্ক যতদিন

বাঙ্গালীর বুকে আছে ততদিন আপনারা নিশ্চিন্ত আরামে কি করিয়া আছেন ? বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতিকে বিদেশী কিভাবে বিকৃত করেছে ! আসুন আমরা জাতির এই কলঙ্ক দূর করি......বলিয়া

মনুমেন্টের চত্বরে হাতুড়ি ঠুকিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তাহাদের গ্রেফ্তার করিয়া বন্দীগাড়িতে তুলিল। জনতা সিরাজদ্দৌল্লা ও সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিল।

এমন সময় কাগজ-ফিরিওয়ালা হাঁকিতে লাগিল—সুভাষবাবু

গ্রেফ্তার ! সুভাষবাবু গ্রেফ্তার !

জনতার মধ্যে একজন বলিল—৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

সত্যাগ্রহ সেদিনকার মত বন্ধ হইল।

উৎসুক জনতা—কাড়াকাড়ি করিয়া—হকারের কাছ হইতে সমস্ত কাগজ কিনিয়া লইল।

একদল তরুণ—মাত্র দুখানি কাগজ পাইয়াছিল, তাহা লইয়া তাঁহারা লালদিঘী পার্কে প্রবেশ করিল ও নিজেরা পড়িতে লাগিল। জনতার বেশীভাগ লোকই কাগজ পায়নি—তাহারা আসিয়া যুবকদের অনুরোধ করিল, আপনারা জোরে পড়ুন আমরাও যাতে শুনতে পাই।

জনতার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—কিজন্য সুভাষ বাবু গ্রেফ্‌তার হয়েছেন?

যাঁহার হাতে কাগজ ছিল—তিনি বলিলেন গতকাল তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও কমিশনারকে জানাইয়াছিলেন—যে যতলোকই লাগুক এই মনুমেণ্ট তিনি উঠাইয়া ফেলিবেন ও তাহার জন্য প্রাণ দিতে হয়—তাতেও রাজী। মনুমেণ্ট ভাঙ্গিতেই হইবে।

জনতার মধ্যে একজন—সুভাষ বাবুর বক্তৃতা কি ছেপেছে?

—ছেপেছে।

—পড়ুন না।

তরুণদের মধ্যে একজন পড়িতে লাগিলেন:—

"আমরাই দেশের মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি যেখানে বন্ধন, যেখানে

গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা সেইখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায়—মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা। যেন সে পথ দিয়া মুক্তি সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।"

পাঠককে ঘিরিয়া লালদিঘী বাগানের মধ্যে শ্রোতাদের দস্তুর মত ভিড় জমিয়া গেল তাঁহারা সকলেই বলতে লাগিলেন, পড়ুন সবটা পড়ুন—

তরুণটি পড়িতে লাগিলেন—"ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রনা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সকলের প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা সকলে শেষ পর্যন্ত জীবিত থাক তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে।"

জনতা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল তাহারা পাঠককে বলিতে লাগিল, পড়ুন—পড়ুন—সবটা পড়ুন—

যুবকটি হাসিয়া বলিল, আর অল্পই আছে বলিয়া পড়িতে লাগিলেন—"অন্তরের শত্রুর চেয়ে মানুষের শত্রু আর হতে পারে না। তাই অবিশ্বাসরূপ গৃহশত্রুকে আমরা জয় করতে পারব। আজ

বাঙালীকে আবার দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস লাভ করতে হবে। আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের বিশ্ববিজয়ী হতে হবে। বর্ত্তমানে য়ুরোপে যে যুদ্ধ দেখছেন সেটা কেবল য়ুরোপেই সীমাবদ্ধ থাকবে না সমস্ত এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।"

যুবকটি পাঠ শেষ করিলেন। জনতা বলিতে লাগিল—

সুভাষ বাবু আর কি বলেছেন?

যুবক—বলেছেন তিনি অনেক কিছুই, তবে গতকাল তাঁর বক্তৃতার ঐটুকুই রিপোর্ট হয়েছে।

জনতার আগ্রহ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহারা আরো শুনিতে চাহে দেখিয়া যুবকটি পার্কের বেঞ্চিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল:

ভাইসব, আপনারা সুভাষবাবুর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম শুনিয়াছেন। যে কথা পড়িয়া আপনাদের শুনাইলাম সেটা কেবল বক্তৃতা নয়, সুভাষ চন্দ্রের প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহ। এসব কথা অনেক আগে তাঁহার 'তরুণের স্বপ্ন' বইয়ে বলেছেন। তাঁর কথা আমরা শুনি নাই। তিনি দেশের মুক্তির জন্য বারে বারে কারাবরণ ও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এখন মনে হয়, বাকী জীবন তাঁর জেলেই কাটবে। কিন্তু তিনি যে কাজ আরম্ভ করেছেন—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ—এ কাজ আমাদেরই করতে হবে এতে আপনাদের সাহায্য চাই—

এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার আসিয়া বক্তাকে বাধা দিয়া বলিল, এখানে সভা হতে পারবে না।

বক্তা—১৪৪ ধারা তো জারি হয় নাই।

পুলিশ অফিসার—ডালহৌসী স্কোয়ার এই যুদ্ধের সময় রক্ষিত স্থান (Protected place) বলিয়া গণ্য। সভা করতে হয়—আপনারা কলেজ স্কোয়ার বা অন্য কোথাও যান।

বক্তা—যাবার আগে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করে যেতে চাই। সেটা হচ্ছে এই—কাল আমরা জাতির কলঙ্ক এই হলওয়েল মনুমেণ্ট সরাবই, আপনাদের নোটিশ দিচ্ছি আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। বক্তা পরে বেঞ্চ হইতে নামিয়া তাঁহার সঙ্গী বন্ধুদের ডাকিয়া বলিলেন—রমেশ, সুধীর, শোন, আজ রাতে সহরের যত কলেজ হোষ্টেল আছে ও যত ছাত্র প্রতিষ্ঠান আছে তা থেকে দুই হাজার সত্যাগ্রহী ছেলে জোগাড় করতে হবে—কাল এই মনুমেণ্ট ভাঙা চাই-ই। তাতে গুলী খেয়ে মরতে হয় সেও ভাল!

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। জনতা যার যার মত চলিয়া গেল, পার্ক জনশূন্য হইল।

চতুর্থ দৃশ্য।

১৯৪১ জানুয়ারীর শেষের দিক।

খাইবার গিরিসঙ্কটের অপর পার। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় উঠিয়াছে। চারিদিকে যত দূর দেখা যায় ধূ ধূ পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ। পথ এক এক জায়গায় এত সরু ও বিপদ সঙ্কুল যে একসঙ্গে একজনের বেশী সে পথে চলতে পারে না। সেই পথের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পাশ দিয়া একখানি গরুর গাড়ি চলিতেছে—চালক আফ্রিদী, যে গাড়ি চালাইতেছে তাহার পিঠের সহিত রাইফেল বাঁধা আছে। গাড়ির আগে ও পেছনে দু'জন আফ্রিদী রক্ষী রাইফেল বাগাইয়া যাইতেছে; কিছুদুর গিয়া আর গাড়ি চলে না। গাড়ি হইতে একজন আরোহী নামিলেন, পাঞ্জাবীর পোষাক ও মাথায় পাঞ্জাবী পাগড়ী, গাল ও মুখ এক মুখ দাড়ি গোঁফে ভর্ত্তি। খুব সুপুরুষ দেখতে, চোখে চশমা।

তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহার কিট্ ব্যাগ ঘাড়ের উপর লইলেন ও আফ্রিদী দুজনের সাথে পথ চলিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হয় বাঁকের মুখে উচু পাহাড়ে পথ বন্ধ; তারি পাশ দিয়া আবার দোপায়া পথ গিয়াছে এই ভাবে একশত হাত যাইতে না যাইতে পথের পাশে গুপ্তস্থান হইতে অতর্কিতে রাইফেল ধারী আফ্রিদী আসিয়া রক্ষী আফ্রিদীদের প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহারা পথের নির্দ্দেশ-নামা দেখাইয়া ছাড়া পাইল। অনেকক্ষণ চড়াইয়ের পর এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে পথ উতরাইয়ের মুখে পড়িল। পথযাত্রী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এক একবার পথের ধারে তাঁহার কাঁধের বোঝা নামাইতেছেন ও পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া আবার সঙ্গীদের সাথে পথ চলিতেছেন। কাহারও মুখে কথা নাই। এই ভাবে চড়াই ও উতরাই ভাঙ্গিয়া শেষে তাঁহারা চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা ছোট এক সহরের ফটকে আসিয়া পৌঁছিলেন। ফটকের বাহিরে এক সরাইখানা। পাশে পথের ধারে এক সারি উট বাঁধা। সরাইখানায় মুসাফিররা পান ভোজন করিতেছে; কেহবা হুকায় দীর্ঘ খাড়া নলে তামাক টানিতেছে, সরাইখানার চারিদিকে গাঁটরী প্রভৃতি মালের বস্তা ছড়ান আছে। সরাইখানার সামনে এক মেওয়ার দোকান, তাহাতে আখরোট, পেস্তা, আপেল বিক্রি হইতেছে।

এমন সময় দু'জন আফ্রিদী রক্ষী সহ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মোটঘাড়ে করিয়া পৌঁছিলেন। আফ্রিদী রক্ষীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সরাইখানায় বসাইল, অন্য একজন নগরের ফটক পার হইয়া সেখানকার সেখকে খবর দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সেখ নিজ দলবল সহ—অনুচরদের মাথায় গালিচা জগভরা গরম দুধ, ডালিভরা মেওয়া, আপেল ইত্যাদি সহ আগন্তুকের সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিলেন।

সেখ—এই সাবকাদর সহরে আজ সকলের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করছি। তুমি আমাদের উপহার গ্রহণ করে আমাদের ধন্য কর।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক—উঠিয়া সেখের সহিত কোলাকুলি করিলেন।

সেখ—(তাঁহাকে সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন) ইনি হিন্দুস্থানের শের—ইনক্লাবের নেতাজী—সুভাষচন্দ্র,—তুমি আমাদের সহরে কিছুদিন বাস কর।

সমবেত আফ্রিদীগণ রাইফেল স্পর্শ করিয়া ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি করিল।

নেতাজী—আমার থাকবার উপায় নেই। আমার প্লেন এলেই যেতে হবে। তবে তোমাদের হৃদ্যতা বন্ধুত্ব আমার চির দিন মনে থাকবে।

সেখ—তুমি হিন্দুস্থানের শের। তুমি হিন্দুস্থানের আজাদের জন্য নিজের জীবন পণ করেছো ও অশেষ দুঃখ বরণ করেছো। তুমি একদিন জিতবেই।

নেতাজী—আপনাদের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে একদিন তা হবেই।

সেখ—হিন্দুস্থান, আফ্রিদীস্থান, বেলুচিস্থান তোমার চেষ্টায় একদিন আজাদ হয়ে যাবে। বিদেশী কাফের কেউ আমাদের মাতৃভূমিতে থাকবে না।

নেতাজী—আপনারা সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

এরপর একত্রে সকলে মিলিয়া পান ভোজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্লেনের শব্দ হইল, অমনি আফ্রিদীগণ যার যার রাইফেল হাতে লইয়া বাহিরে আসিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা বুঝিল এখানি মিত্র পক্ষের প্লেন, তখন তাহারা ফিরিয়া আসিল ও নেতাজীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সেখ তাঁহার হাতে এক ব্যাগ ভর্ত্তি মেওয়া তুলিয়া দিলেন, অপর একজন আফ্রিদী একঝুড়ি আপেল দিল।

নেতাজী হাসিয়া বলিলেন—এত জিনিষতো প্লেনে নিতে পারা যাবে না। এই বলিয়া দু'পকেটে দুটো আপেল ও দু'মুটো মেওয়ায় পকেট ভর্ত্তি করিয়া লইলেন।

সেখ ও তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার অনুগমন করিল। কিছুক্ষণ পরে প্লেনের শব্দ শোনা গেল—

সেখ ফিরিয়া আসিয়া নামাজের ভঙ্গিতে পাগড়ী খুলিয়া প্রার্থনা করিল।

আয় খোদা! আয় মেহেরবান! উহ শের-ই-হিন্দ হায়—উসকো দোয়া কর। বিনা আপৎ সে উহ ডেরা পর পৌছ যায়। তাহার দেখাদেখি অন্যান্য আফ্রিদীগণও নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করিল।

পঞ্চম দৃশ্য

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি—মে মাস।

ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডী উপকূল। এক পরিত্যক্ত শেল বিধ্বস্ত ভাঙা বাড়ীর একখানা নীচের তলার ঘর।

তাহাতে একজন জার্ম্মেন পদস্থ সেনাপতি ও ফৌজি জেনেরেলের পোষাকে নেতাজী বসিয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের সামনে একখানা কাঠের চার কোন টেবিল, দুখানা হাতল শূন্য কাঠের চেয়ার—ঘরে নেতাজীর ভারতীয় এ, ডি, সি ও জার্ম্মেন সেনাপতির এ, ডি, সি, দুজন কিছুদূরে দাঁড়াইয়া আছেন। দরজার বাহিরে ভারতীয় আই, এন, এ গার্ড রাইফেল লইয়া পদচারনা করিতেছে।

জার্ম্মেন সেনাপতি—মহামান্য নেতাজী! (Your excellency) ডানকার্ক, ব্রুসেলস্ ও ফরাসী উপকূলে যেসব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছিল, আপনার ইচ্ছামত আজ সে সমস্ত সৈন্য আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইওরোপিয়ান কমাণ্ড নামে অভিহিত। তাহাদের আমরা সবরকম মিলিটারী শিক্ষা ও বর্ত্তমান অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েছি। তাহারা আপনার নেতৃত্বে ৬টি বিভাগে নরওয়ে হতে ফরাসী উপকূল পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করছে।

নেতাজী—আমরা আপনাদের মিত্র—আপনারা আমাদের মিত্র। কিন্তু মনে রাখবেন সেনাপতি, আমাদের উদ্দেশ্য এক নয়?

[জার্ম্মেন সেনাপতি বিস্মিতভাবে চাহিলেন।

নেতাজী (হাসিয়া) বিস্মিত হবেন না। আপাত দৃষ্টিতে এক! তবে নীতির দিক দিয়ে এক নয়।

জার্ম্মেন জেনারেল—বুঝিতে না পারিয়া নেতাজীর মুখের দিকে চাহিলেন

নেতাজী—আমাদের দেশ হিংসাত্মক নয়। ব্রিটিশের ধ্বংস বা কাহারও ধ্বংস আমরা চাহি না। আমরা চাই ভারতের স্বাধীনতা।

জার্ম্মেন জেনারেল—আমরাও তাই চাই। জার্ম্মেন জাতি—আর্য্য জাতি,—পৃথিবী শাসন করবে, আর কেউ নয়।

নেতাজী—ঐখানেই আমাদের সাথে নীতিগত প্রভেদ। আপনাদের য়ুরোপে সামন্ততন্ত্র বা ফিউডাল যুগ ধ্বংসের পর, যখন যান্ত্রিক শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হলে তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এসে দাঁড়ালো জাতিগত ধনসম্পত্তিতে। আপনারা মনে করেন জার্ম্মেন জাতি জগৎ শাসন করবে, ব্রিটিশ মনে করে, ব্রিটিশজাতি ছাড়া আর কেউ বড় থাকতে পারবে না। এই জাতির সংঘাতে একদিন আপনারা সকলেই ধ্বংস পাবেন।

জার্ম্মেন জেনারেল জিজ্ঞাসু হইয়া নেতাজীর মুখের দিকে চাহিলেন।

নেতাজী—আমাদের দেশে এই জাতি সংঘাত একদিন এসেছিল। ক্ষত্রিয় জাতি তাদের জাতিগত আভিজাত্য ও মর্য্যাদাকে নীতি ও কৃষ্টিগত আভিজাত্য লঙ্ঘন করে সবার উপরে স্থান দিয়েছিল। তার ফলে হয় মহাভারতের যুদ্ধ—তাতে ক্ষত্রিয়-জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

জার্ম্মেন জেনারেল—সে অনেক আগের কথা।

নেতাজী—আগের কথাই তো। তবে বর্ত্তমানে য়ুরোপে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয়—এ যুদ্ধে য়ুরোপ ধ্বংস হয়ে যাবে।

জার্ম্মেন জেনারেল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ?

নেতাজী—সেটাতো ধ্বংস হয়েছেই। যুদ্ধের পরে অষ্ট্রেলিয়া কানাডা এরা কেউ ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথে্ থাকবে না।

জার্ম্মেন জেনারেল—হিন্দ্ কি ভাবে এর সমাধান করবে?

নেতাজী—করবে কি বলছেন? ২৫০০ বৎসর আগে করেছেন—বুদ্ধ। ঐশ্বর্য্য হবে জনগত সকলের।

জার্ম্মেন জেনারেল—সেটা তো ক্যমুনিজম—রাশিয়ার নকল হবে?

নেতাজী—(হাসিয়া) রাশিয়ার অনেক আগে ভারত এই ধনবৈষম্যের সমাধান করেছিল, ক্যমুনিজমের চাইতেও অনেক ভাল ভাবে। আমরা সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই যুদ্ধে নেমেছি। তোমরা জার্ম্মেন, আর্য্যজাতি—মহাপণ্ডিত! তোমাদেরই ম্যাক্‌স্‌মুলার আমাদের গীতার অনুবাদ করেছেন—তা পড়েছ তো?

জার্ম্মেন জেনারেল—আমি গীতার অনুবাদ পড়েছি।

নেতাজী—গীতাও ঠিক যুদ্ধক্ষেত্র; যুদ্ধের আগে তৈরী হয়েছিল। যুদ্ধ আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ—হিংসাত্মক নয়।

এমন সময় দু'জন এ, ডি, সি অভিবাদন করিয়া জানাইল—ফৌজের কুজকাওয়াজ দেখবার সময় হয়েছে।

তাঁহারা উভয়ে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা তলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একদল সৈন্য সমবেত হইয়াছে। দূরে তাহাদের আর্টিলারীর বিভাগ দেখা যাইতেছে—মাথার উপর ক'খানি প্লেন ফরমেশন করিয়া উড়িতেছে।

তাঁহারা বাহিরে আসিলে সৈন্যগণ জঙ্গী কায়দায় উভয়কে স্যালুট্ দিল। তাঁহারা উভয়ে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সৈন্য পরিদর্শন করিলেন। এই সময় জার্ম্মেন সেনাপতি সৈন্যদের প্রতি ফুয়ারের বাণী পাঠ করিলেন—"জার্ম্মেন সৈনিক ও মুক্ত ভারতবাসী!

আমি স্বাধীন ভারতের নেতাজী মহামান্য সুভাষ চন্দ্র বসু ও তোমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। হে জার্ম্মান সৈন্য ও জার্ম্মানের অধিবাসী! তোমাদের নেতা যেখানে ৮ কোটী নরনারীর স্বার্থের জন্য বদ্ধপরিকর, সেখানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ৪০ কোটী নরনারীর স্বার্থের দাবী পূরণ করিতে আসিয়াছেন। তোমরা তোমাদের নেতাকে যেমন শ্রদ্ধা কর, মান্য কর তেম্নিভাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে ও তাঁহার গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ্‌কে মান্য করবে, শ্রদ্ধা করবে, সম্মান দেবে। ইতি—ফুয়ার, মিউনিক। মে, ১৯৪২।

পাঠ শেষ হইলে সৈন্যগণ জয় হিন্দ্ বলিয়া জয়ধ্বনি দিল। পরে উভয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর এ, ডি, সি, ম্যাপ বাহির করিয়া

টেবিলের উপর রাখিল ও পিন দিয়া আজাদ ফৌজ যেখানে যেখানে লড়িতেছে সেই স্থান দেখাইল।

জার্ম্মেন সেনাপতি—নেতাজী! আপনাকে সবস্থানেই যেতে হবে।

নেতাজী—আমার ভ্রমন তালিকা তো তৈরী হয়েছে···বলিয়া ঈঙ্গিত করিতেই তাঁহার এ, ডি, সি, তাঁহার সামনে ভ্রমণ তালিকা পেশ করিল।

জার্ম্মেন সেনাপতি—তাহলে আজ আমি চল্লেম। আমি গিয়ে ফুয়ারকে বলবো আপনি আপনার সৈন্যদের ভার নিয়েছেন।

নেতাজী—ফুয়ারকে আমার ও আজাদ হিন্দ্ পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাবেন।

জার্ম্মেন জেনারেল—বার্লিনে আবার দেখা হবে।

নেতাজী—হাঁ, ফিল্ড মার্শেল রোমেল! বলিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। রোমেল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে তাঁহার প্লেনের শব্দ শোনা গেল।

নেতাজীর এ, ডি, সি, অভিবাদন করিয়া জানাইল তাঁহারও প্লেন প্রস্তুত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১৯৪২—মে মাস। নরওয়ের কোন উপকুল—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ক্যামফ্লেজ শিবির—খড় পাতা দিয়া ঢাকা ক্যামফ্লেজ শিবির—তাহার মধ্যে হিন্দ বাহিনীর বিশজন ফৌজ—ইহারা ওলন্দাজ সৈন্য বা আর্টিলারী—বিমান আক্রমন প্রতিরোধের জন্য কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন। পাশের এক ভাঙ্গা বাড়ীতে ইহাদের প্রাথমিক শুশ্রুষার ক্যাম্প—এইরূপ ১ মাইল পর পর আজাদ হিন্দের চারিটি আর্টিলারী ক্যাম্প আছে।

নেতাজী নিপুনতা সহকারে আর্টিলারী ক্যাম্প পরিদর্শন করিলেন। সৈনিকগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

নেতাজী—আপনারা দেশের জন্য দুঃখ বরণ করেছেন; ইওরোপের আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে তো?

জনৈক সৈনিক (বেলুচি)—বড্ড ঠাণ্ডা। শীতে জমে যেতে হয়। তবে, রেশনের আমাদের কোন ত্রুটী হচ্ছে না।

নেতাজী—ব্রিটিশ শিবিরে থাকবার সময় যা পেতেন তার চাইতে বেশী পাচ্ছেন তো?

সৈনিক (পাঞ্জাবী)—হাঁ সেখানে ভারতীয় সৈন্যদের দু রকম কিচেন ছিল—হিন্দু, মুসলমান। আর অফিসররাই ভাল ভাল জিনিষ পত্র পেতেন।

নেতাজী (হাসিয়া)—আর এখানে?

সৈনিক (পাঞ্জাবী)—এখানে ভারতীয় খাদ্য—ডাল রুটি প্রচুর পাচ্ছি। এক কিচেনে রান্না হয়—অফিসরদের সাথে কোন ভেদ নেই, সকলের এক খানা।

নেতাজী—স্বাধীন ভারতের এই ব্যবস্থা—সকলের সমান অন্নপান, কোন ভেদ থাকবে না।

এমন সময় উপরে প্লেনের শব্দ শোনা গেল। ওলন্দাজ সৈন্যরা কাণ পাতিয়া শব্দ শুনিয়া বুঝিল শত্রুর প্লেন। অমনি তাড়াতাড়ি তাঁহারা তোপ মঞ্চে যার যার জায়গায় বসিল ও প্লেন লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে লাগিল।

শত্রু বিমান হইতে একটি বোমা পড়িয়া নিকটেই ফাটিল—প্রচণ্ড শব্দের সহিত এক ঝলক আগুনের দমকা সকলের মুখে চোখে লাগিল, কুণ্ডলী কৃত ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। ধোঁয়া পরিষ্কার হইলে দেখা গেল সেলের খণ্ড খণ্ড টুকরা লাগিয়া দু'জন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক আহত হইয়াছে। পাশের ভাঙ্গা বাড়ির মধ্য হইতে এম্বুলেন্সের ডাণ্ডিওয়ালা খাটিয়া আসিল।

নেতাজী স্বয়ং ও অন্য একজন সৈনিক এম্বুলেন্সে করিয়া—আহত সৈনিকদের প্রাথমিক শুশ্রূষাকেন্দ্রে লইয়া গেলেন

দৃশ্যপট ঘুরিয়া গেল—পাশাপাশি দু'জন আহত সৈনিক শুইয়া আছে। শুশ্রূষাকারিনী নার্শ পাশে দাঁড়াইয়া

নেতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন—আহত সৈনিকদের ইউনিট নম্বর

—দশ

—পরিচয় ?

দশইউনিট ৩৪নং প্রাইভেট বলবন্তসিং গুরুতর আহত—ও দশ ইউনিটের ১৫নং হাবিলদার গুলবক্সসিং পাঠান অল্প আহত।

কেন্দ্রীয় হাঁসপাতাল কতদূর ?

—দশ মাইল।

—ফোন কর—গুলবক্স সিংকে নিয়ে যাক।

নেতাজী গিয়া ৩৪নং প্রাইভেট বলবন্ত সিংহের পাশে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলবন্ত সীংহের জ্ঞান হইল সে চোখ মেলিয়া বলিল—জল।

নার্শ তার মুখে গরম জল দিল।

জলপান করিয়া সৈনিক বলবন্তসিং নেতাজীকে চাহিয়া দেখিল। শুইয়াই জঙ্গী কায়দায় স্যালুট দিয়া বলিল—নেতাজী ! আমি চলিলাম। আজাদ হিন্দ সৈনিক মরতে জানে। আমার সৌভাগ্য যে মরবার সময় আপনার দেখা পেলাম—জয়হিন্দ।

আর তাহার মুখের কথা সরিল না।

নেতাজী একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন পরে আপনার মনেই বলিলেন—এই নর হত্যা। আর ভাল লাগেনা। দুনিয়া হতে কবে যুদ্ধ মারা মারি থেমে যাবে। ভগবান ! তুমি কি শুনতে পাওনা।

পরে—এ, ডি, সির দিকে চাহিয়া বলিলেন—মৃত দেহ সৎকার করতে হবে।

এ, ডি, সি—জিজ্ঞাসু ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল

নেতাজী—চিতায় জ্বালাতে হবে। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—
এখানে কমানড্যাণ্ট কে ?

লেফটেনাণ্ট সুদর্শনসিং

তাঁকে সেলাম দেও।

কিছুক্ষণ পর সুদর্শন সিং আসিয়া স্যালুট দিয়া দাঁড়াইল।

নেতাজী—আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দু সৈনিক মারা গেল
তাদের কি ভাবে সৎকার হয় ?

কবর দেওয়া হয়।

নেতাজী (সবিস্ময়ে) কবর দেওয়া হয় !

লেঃ সুদর্শন—হাঁ, নেতাজী।

নেতাজী—হিন্দু প্রথামত এখন থেকে তাদের শব জ্বালাতে হবে।

লেঃ সুদর্শন—এখানে কাঠ কয়লা কিছু পাওয়া যায় না।
তাছাড়া নেতাজী জানেন ৩।৪ মাস চারিদিকে বরফে
আচ্ছন্ন থাকে।

নেতাজী—মাটির ভেতর গর্ত্ত করে পেট্রোল দিয়ে সৎকার হবে।

লেঃ সুদর্শন—নেতাজীর যেরূপ আদেশ !

নেতাজী পরে সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ ফ্রণ্টে এ পর্য্যন্ত
আমাদের মৃতের সংখ্যা কত ?

লেঃ সুদর্শন—বলবন্ত সিং নিয়ে দশজন।

নেতাজী তাহাকে বিদায় দিলেন পরে এ, ডি, সি কে প্লেন ঠিক
করিতে বলিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম।

স্থান—সিঙ্গাপুর সহরের এসপ্লেনেডের সামনে মাঠ।

নগরের মিউনিসিপ্যাল হলে ভারতের স্বাধীনতা লীগের অধিবেশন হচ্ছে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে সেই সভায় যোগ দিতে বার্লিন হতে এসেছেন। মিউনিসিপ্যাল কম্পাউণ্ড ঘিরিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ সারির পর সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদের পশ্চাতে ভারতীয়, মালয়, চীনা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের লোকের বিপুল জনতা।

ভেতরে বিস্তীর্ণ হলে ভারত স্বাধীনতা লীগের সভা বসিয়াছে। সভাপতি—রাস বিহারী বসু—তাঁহার পাশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জেনারেলের পোষাকে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন। টেবিল ঘিরিয়া ব্রহ্ম-শ্যাম-মাঞ্চুরিয়া-মালয়-জাভা। সুমাত্রা ম্যানিলা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি—ক্যাপটেন মোহনসিং শা'নমাজ ও সিঙ্গাপুরের জাপানী অধ্যক্ষ জেনারেল কুজিয়ারা।

ক্যাপটেন মোহন সিং—১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের শোচনীয় পরাজয়, তারপর আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া ব্রিটিশের পলায়নের পরে আমরা তু'তুবার আজাদ হিন্দবাহিনী গঠন করি হিন্দুস্থানের আজাদের জন্য; কিন্তু জাপানী গভর্ণমেণ্ট আমাদের তাহাদের তাবেদার হইয়া কাজ করিতে বলায় আমরা তাহাতে অস্বীকার করি। জাপানীরা আমাদের ফৌজদের অনেককে রেল লাইন তৈরী, মাটিকাটা কাঠকাটা প্রভৃতি গুরুতর শ্রমসাপেক্ষ কাজে নিয়োগ করেছে—পরে গত ডিসেম্বর মাসে জাপানীরা

কর্ণেল গীলকে বন্দী করেছে, আমরা যখন একবার ব্রিটিশের অধীনতা ছিন্ন করেছি—তখন আর আমরা কাহারও অধীন হয়ে কাজ করবো না। এখন এই বিশৃঙ্খলভাবে আমাদের চলছে।

শাহনমাজ—গত এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে সভাপতি রাস বিহারী বসু বলেন—নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বার্লিন হতে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার নেবেন। আমাদের বহুৎ আনন্দের দিন আজ তিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন।

নেতাজী বলিবার জন্য দাঁড়াইলেন—সকলে বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

নেতাজী—আজাদ হিন্দ-ফৌজ ১৯৪২ সাল থেকে য়ুরোপের নরম্যাণ্ডী, নরওয়ে উপকুলে কৃতিত্ব ও সম্মানের সহিত মিত্র রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করছে। কিন্তু ফৌজ অমনি গঠিত হয় না, তার পেছনে থাকা চাই ফৌজের নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট বা স্বাধীন রাষ্ট্র। আজাদ হিন্দ ফৌজ হবে স্বাধীন আজাদ-হিন্দ রাষ্ট্রের সৈন্য।

মাঞ্চুরিয়ার প্রতিনিধি—আমরা তাই চাই। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এসিয়ার যত উৎপীড়িত রাজ্য আছে—ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয় যবদ্বীপ ইন্দো-চীন সব স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করতে হবে।

মালয়ের ভারতীয় প্রতিনিধি রাঘবণ—আমি মালয় বাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বলছি—স্বাধীন হিন্দ রাজ্য হলে মালয়ের ভারত প্রবাসীরা সর্ব্বস্ব দিয়ে সেই স্বাধীন রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে।

ব্রহ্মের ভারত প্রবাসী প্রতিনিধি (মুশলমান)—বর্ম্মার প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ হতে আমি বলছি স্বাধীন আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রকে বর্ম্মা প্রবাসী ভারতীয়েরা তাহাদের সর্ব্বস্ব দিয়ে সাহায্য করবে।

শ্যামের প্রতিনিধি—আমি শ্যামের পক্ষ হতে বলছি থাইলাণ্ড গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিচ্ছে।

নেতাজী—আপনাদের উদ্দপীনা, আগ্রহ ও স্বাধীন ভারতের প্রতি সহানুভূতি আমাকে সুদূর অতীতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভারত-ব্রহ্ম-শ্যাম-মালয় চীন ও জাপানের কি্রষ্টি-গত মিলের কথা। কেবল ক্রিষ্টিগতই বা বলি কেন বাহিরের মিলওতো কম নয়। ভগবান তথাগতের বাণী ভারতের শ্রমন সন্ন্যাসীরা দুস্তর গিরী-সমূদ্র বনজঙ্গল পার হয়ে এই সব দেশে নিয়ে আসেন। এই সমস্ত দেশ ভগবান তথা-গতকে মানিয়া লয়। ভারতের সহিত আপনাদের সেই অবিচ্ছিন্ন যুগ যুগান্তের মিলন কেবল আজ দেড়শ দু'শো বৎসর বিদেশী-ব্রিটিশ-ওলন্দাজ-ফরাসীদের কুটনীতিতে ভেদগত বিরোধে দেখা দিয়াছে। আসলে আমরা এক।

মঙ্গোলিয়ার প্রতিনিধি—মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীন জাপানের প্রতি মঠে মঠে তথাগতের নিত্য আরাধনা হয়। তাঁহার বাণী ও প্রচারিত ধর্ম্মে আজও কোটি কোটি লোক নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে।

যবদ্বীপের প্রতিনিধি—বুরোবুদর মন্দির গাত্রে ভারতীয় কৃষ্টির চরম নিদর্শন—রামায়ণের কথা যুগ যুগান্তর হতে অঙ্কিত হয়ে আছে ও আমাদের কৃষ্টিগত একতার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

নেতাজী—আপনাদের শুভেচ্ছায় আজাদ হিন্দ স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠিত হলো। তার ঘোষণা ও কার্য্য-সচিব নিয়োগের আগে ভারতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি সঞ্চয়ের কথা আপনাদের জানা দরকার।

রাসবিহারী বসু—[দাঁড়াইয়া বলিলেন] আপনার মুখে সব কথা শোনবার জন্যই আমরা এসেছি। তার আগে আমি ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতির পদে ইস্তাফা দিচ্ছি ও আপনাকে আজাদ হিন্দ স্বাধীন রাষ্ট্রের সভাপতি ঘোষণা করছি।

নেতাজী—আমি!

রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য সকলে একবাক্যে—হাঁ, আপনি!

নেতাজী—আপনাদের এই সম্মান আমি মাথা পেতে নিলাম। তবে আমি চির জীবন আজাদ হিন্দের রাষ্ট্র-সেবক হয়ে থাকবো জানবেন।

রাসবিহারী বসু—আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের কর্ম্মসচিব নিয়োগ এবং ঘোষণা ও কার্য্য পদ্ধতি ঠিক করে ফেলতে হয়।

নেতাজী—কিছু সময় লাগবে, এই ফৌজ সংগঠন এখন আগে করা দরকার। আমি যা বলছিলাম—ভারতের স্বাধীনতার পথে অগ্রগতি ও শক্তি সঞ্চারের কথা—১৮৫৭ সালে ভারত একযোগে ইংরেজকে আঘাত হানল। সংগ্রাম আরম্ভ হলে প্রথমত ইংরেজেরা পরাজিত হল। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ একে সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। দুটি কারণে আমাদের পরাজয় স্বীকাব করতে হয়। প্রথমতঃ সমগ্র ভারত এই মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ শত্রুসেনার সামরিক নিপুণতার তুলনায় আমাদের সেনাদেব সামরিক নৈপুণ্য নিকৃষ্ট ছিল।

—তারপর জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ভারত-বাসী সাময়িক ভাবে হতবুদ্ধি ও হতবাক্ হয়ে পড়ল। বিদেশী তাহার সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে নৃশংসভাবে প্রতিটি মুক্তি সংগ্রামকে দমন করেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনের নতুন অস্ত্র নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারত তাঁর ডাকে সাড়া দিল। ভারত মুক্তির আস্বাদ পেল। এ অতি

সত্য কথা যে মহাত্মা গান্ধী যদি ১৯২০ সালে মুক্তি সংগ্রামে নতুন অস্ত্র নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে না নামতেন, তবে ভারত হয়তো আজও পূর্ব্বের ন্যায় নির্জ্জীব রয়ে যেত। মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভারতবাসী শিক্ষা করেছে আত্মসম্মান জ্ঞান ও আত্ম-বিশ্বাস। আজ মহাত্মাজী ও ভারতের অন্যান্য মুক্তিকামী নেতারা কারান্তরালে।

—এই অস্থায়ী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর পরাধীনতা হতে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করবে। একমাত্র বিদেশীর অন্যায় শোষণের ফলে বাংলার ত্রিশলক্ষ নরনারী অনাহারে দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করেছে।

শ্রোতাগণ মুগ্ধ বিস্ময়ে নেতাজীর ভাষণ শুনিলেন। পরে রাসবিহারী বসু বলিলেন—স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠনের আগে এখন অস্থায়ী মন্ত্রীসভা দিয়ে কাজ চালাতে হবে।

নেতাজী—য়ুরোপ হতে প্রাচ্য-দেশে সবে মাত্র আসছি—আপনাদের সহযোগিতায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

কর্ণেল গিলন—আগে ফৌজের নিয়ম শৃঙ্খলা ও Military organisation ঠিক করা চাই। তা নাহলে ফৌজরা বিছিন্ন হয়ে পড়বে।

নেতাজী—ঠিক কথা।

এমন সময় বাহিরে জনতার কোলাহল বাড়িয়া চলিল, নেতাজীর

এ, ডি, সি আসিয়া জানাইল নেতাজী একবার বাহিরে না গেলে জনতা ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে।

নেতাজীর সহিত রাসবিহারী বসু, কর্ণেল গিলেন, শা'নওয়াজ প্রভৃতি বাহিরে আসিলেন। নেতাজী বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান মাত্র সংঘবদ্ধ সৈনিকশ্রেণী ও জনতা আজাদ হিন্দ ধ্বনি করিয়া নেতাজীকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানাইল।

জনতার স্বতস্ফূরিত বিপুল সম্বর্দ্ধনায় নেতাজী কিছুক্ষণ হতবাক হইয়া রহিলেন।

রাসবিহারী বসু জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ভারতের জননেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আপনাদের সামনে—

জনতা পুনরায় হর্ষধ্বনি করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল।

শ্রীযুক্ত বসু বলিলেন—সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন।

ইহা শুনিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজীকে মিলিটরী স্যালুট দিল।

পরে শ্রীযুক্ত বসু বলিলেন—আজ হতে স্বাধীনতা লীগ লোপ পেল—সে স্থানে অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেছেন।

জনতা পুনরায় হর্ষধ্বনি করিল। নেতাজী তাঁহাদের অভিবাদন করিয়া 'বলিলেন—ভাইসব! আপনারা ভারতের মুক্তির জন্ম অনেক দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন। আমাকে আপনারা

নেতাজী বলিয়া বরণ করেছেন, তাতে আমি গর্ব্বিত ও আনন্দিত, কিন্তু আমি আপনাদের সেবক জানবেন। আমি আপনাদের কী দিতে পারি? আপনারা আমার নিকট কি প্রত্যাশা করেন? ভারতের স্বাধীনতার জন্য অদম্য তৃষ্ণা ও সেই পথের অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা ও মৃত্যু—এই আমার ও আপনাদের সম্বল। যদি ভগবানের কৃপায় আমরা এই দুঃখ মৃত্যুর সাগর উত্তীর্ণ হতে পারি,—যদি ভারত হতে বিদেশীকে বহিস্কৃত করে দিতে পারি—তবে স্বাধীন ভারতের ঐশ্বর্য্য একদিন আপনারা ভোগ করতে পারবেন। এতে আপনারা রাজী!

ফৌজরা সমস্বরে বলিল—আপনার নেতৃত্বে আমরা ভারতের আজাদের জন্য প্রাণ দেব, কোন কষ্টই কষ্ট মনে করব না।

নেতাজী—তাহলে আপনারা আমার আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

রাসবিহারী বসু—নেতাজী আজই বার্লিন হতে এসেছেন। আজ তাঁকে বিশ্রাম করতে দিন।

জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া সম্মতি জানাইল। নেতাজীকে লইয়া শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু ভিতরে আসিলেন। জনতার মধ্য হইতে জনৈক মালয়ের মহিলা তাঁহার সঙ্গী ভারতীয় মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমাদের নেতাজীর কী ঋজু দৃঢ় ভঙ্গী! গৌরবে অনমনীয় উচ্চ শির! এবং মুখে ভুবন ভোলান হাসি! একবার দর্শন দিয়ে সকলের মন হরণ করলেন।

সঙ্গী মহিলা—তাঁরি জন্য এতদিন সকলে অপেক্ষা করছিল।

জনৈক ফৌজের সৈন্য—আজ আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে আজ সেই নেতা এলেন, যাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি এবং যিনি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইল।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা ও বারাকপুরের মধ্যে বি, এ, রেলের পথের ধারের ছোট্ট একটি রেল ষ্টেশন। প্লাটফর্ম্ম ও রেল লাইনের অপর পার্শ্বে পথের ধারে ষ্টেশনের একটি কামরা। কামরার জানালার ফাঁক দিয়া প্লাটফর্ম্মে যাত্রীদের নামাওঠা, ফিরিওয়ালার বিচিত্র ডাক হাঁক দেখা ও শোনা যাইতেছে। ঘরে তিনখানি টেবিল পাতা। তিনজন লোক টেবিলের সামনে কাজ করিতেছে। একজন টেলিফোনে বসিয়া হাঁক দিয়া লাইন ক্লিয়ারের হুকুম দিতেছে ও তাঁহার হুকুমের হাঁকে সিগনালার লাইন ক্লিয়ার দিতেছে। যাত্রীরা যাহারা নামিতেছে—তাহাদের মধ্যে অনেকে কামরার বারান্দায় পাতা বেঞ্চিতে বসিতেছে. উঠিতেছে,—অন্য সকলে কামরার সম্মুখের বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। একখানি বেঞ্চে একটি লোক কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

সময়—১৯৪৩ সালের মার্চ্চের শেষের দিক—সকাল দশটা। ষ্টেশনমাষ্টার প্রৌঢ় বয়সের একজন ভদ্রলোক—পাকা গোঁফ, স্থূলকায়—গায়ে তেলচিটে চাপকান ও মাথায় এস্, এম্, লেখা গোলটুপি পরিয়া ঘরে বাহিরে আনাগোনা করিয়া তদারক করিতেছেন। বারান্দার উত্তর দিকে দেয়ালে খুপরী করিয়া কাটা টিকিট ঘর, সেখানে ভীড় লাগিয়াই আছে। পথের পার্শ্বে কতকগুলি সাইকেল রিক্সা দাঁড়াইয়া আছে।

টেলিফোনবাবু হাঁকিলেন—৩২ নম্বর ডাউন—লাইন ক্লিয়ার।

যাত্রী—মশায় কলকাতার তিনখানা টিকিট দিন।

বুকিং ক্লার্ক—পনের আনা তিন পয়সা। পয়সা দিন।

যাত্রী—পয়সা কোথায় পাব ?

বুকিং ক্লার্ক—তবে টিকেট পাবেন না।

অন্য যাত্রী—সোদপুর দু'খানা।

বুকিং ক্লার্ক—পাঁচ আনা দিন।

অন্য যাত্রী—মশায়, রানাঘাট তিনখানা ফুল টিকেট, একখানা হাফ।

বুকিং ক্লার্ক—পাঁচ টাকা তের পয়সা—পয়সা দিন।

যাত্রীটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া টিকিট লইল। ৩২ নম্বর ডাউন পাশ করিয়া চলিয়া গেল। থামিল না।

ষ্টেশনমাষ্টার—মিলিটরী গাড়ি অনবরত চলছে।

টেলিফোনবাবু—৩৪ আপ, লাইন ক্লিয়ার।

ষ্টেশনমাষ্টার—এখানা নিয়ে তিনখানা মিলিটরী গাড়ি গেল, সকাল থেকে।

টেলিফোনবাবু—যাবে না? যে যুদ্ধ ইমফালে বেধেছে!

ষ্টেশনমাষ্টার—সেটা বুঝতে পারছি মিলিটরী গাড়ির বহর দেখে।

জনৈক যাত্রী—মিলিটরী গাড়ি তো এখানে দাঁড়ায় না?

ষ্টেশনমাষ্টার—না, non-stop. তবে মাঝে মাঝে জল নিতে দাঁড়ায়। গাড়ির পাশে কোন লোক যেতে পারে না।

যাত্রী—কেন?

ষ্টেশনমাষ্টার—আর কেন? গাড়ি বোঝাই ফিরছে—কারো হাত নাই, কারো মাথায়, পায়ে ব্যাণ্ডেজ!

যাত্রী—ইমফালে তাহলে খুব মরছে?

ষ্টেশনমাষ্টার—কাজেই।

ইহাদের কথা শুনিয়া যে লোকটি কম্বলমুড়ি দিয়া শুইয়াছিল সে উঠিয়া বসিয়া একটি বিড়ি ধরাইল।

টেলিফোনবাবু—৮ নম্বর ডাউন প্যাসেঞ্জার। সিগনাল।

৮ নম্বর ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসিয়া প্লাটফর্ম্মে লাগিল—কাঁচের জানালা দিয়া দেখা যাইতে লাগিল। প্লাটফর্ম্মে বিচিত্র কলরব শোনা যাইতে লাগিল—

—গরম চা

—খাবার

—সিগ্রেট চাই বাবু

—আনন্দবাজার! আনন্দবাজার জোর খবর!

—যুগান্তর! যুগান্তর চাই!

—জনযুদ্ধ কিনুন! জনযুদ্ধ! চাই জনযুদ্ধ!
জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করুন!

ট্রেন হইতে যাহারা নামিয়াছিল তাহারা গাঁঠরী, বোচকা, সুটকেস ঘাড়ে করিয়া, হাতে করিয়া প্লাটফর্ম্ম হইতে বারান্দার দিকে আসিল। পথে নামিয়া কেহ সাইকেল রিক্সওয়ালার সাথে দর কষাকষি করিতে লাগিল। যাত্রীদের মধ্যে কেহবা আসিয়া বারান্দার বেঞ্চে বসিল। তাহাদের একজনের হাতে আনন্দবাজার, অন্যজনের হাতে যুগান্তর।

বেঞ্চের উপর বসিয়া যিনি বিড়ি খাইতেছিলেন তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—আপনার কাগজখানা দেখি! আজকার খবর কি?

যাত্রী—যুদ্ধ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ডিসেম্বরে কলকাতায় বোমা পড়ার পর থেকে কী দুর্ভোগই না যাচ্ছে!

ষ্টেশনমাষ্টার বাহিরে আসিয়া আলোচনায় যোগ দিলেন—দুর্ভোগ বলতে দুর্ভোগ। কলকাতার বড় বড় বাড়ী সব খালি। থাকবার লোক নাই।

কম্বল গায়ে যাত্রী—নিছক ভয়ে মশাই!

আগন্তুক যাত্রী—এখন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মরছে।

এমন সময় জনযুদ্ধের হকার ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাদের জনযুদ্ধ নিতে অনুরোধ জানাইল—আপনারা জনযুদ্ধ পড়ুন, লড়াইয়ের সঠিক খবর জানতে পাবেন। এই জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই হবে।

আগন্তুক যাত্রী—ঠিক কথা।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—কোনটা ঠিক কথা?

জনযুদ্ধের হকার—জাপানী আক্রমণ!

কম্বল-গায়ে যাত্রী—মিথ্যা কথা।

ষ্টেশনমাষ্টার—তবে?

কম্বল-গায়ে যাত্রী—জাপানীরা ভারত আক্রমণ করে নাই।

জনযুদ্ধের হকার—তবে কে করেছে?

কম্বল-গায়ে যাত্রী—সুভাষবাবু।

জনযুদ্ধের হকার বাদে সকলে (সবিস্ময়ে)—সুভাষবাবু!

কম্বল-গায়ে যাত্রী—হাঁ তাই! আপনারা রেডিও শোনেন না?

ষ্টেশনমাষ্টার—রেডিও কোথায় শুনবো বলুন? তবে লোক-মুখে নানা কথাই শুনি, আর মিলিটারী গাড়ির চলাচল দেখেই কিছু কিছু বুঝতে পারি।

কম্বল-গায়ে যাত্রী (জনযুদ্ধের হকারকে উদ্দেশ করিয়া)—মশায়রা সুভাষবাবুকে কুইসলিং, দেশদ্রোহী, ফ্যাসিষ্ট ইত্যাদি নানারূপ ইতর ও অভদ্র ভাষায় আপনাদের কাগজে গালাগাল দিচ্ছেন।

জনযুদ্ধের হকার—না দিয়ে কি করি, তিনি যদি ফ্যাসিষ্টদের সাথে যোগ দিয়ে দেশকে আরও পরাধীন করবার জন্য জাপানীদের ডেকে আনতে চান?

কম্বল-গায়ে যাত্রী—মিথ্যা কথা! আপনারা রেডিও শোনেন না। রোজ সুভাষবাবু আজাদ-হিন্দ ষ্টেশন থেকে বলেন।

জনযুদ্ধের হকার—রেডিও আমরা কোথায় পাবো?

কম্বল-গায়ে যাত্রী—তাহলে মিথ্যা কথা একজন ভদ্রলোকের নামে রটাবেন না।

আগন্তুক যাত্রী—সেটা ঠিক। সুভাষবাবু যে সে লোক নন। কিভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার—শুধু কি তাই? কত বড় মহৎ লোক তিনি!

যাত্রী—লোকটি চিরজীবন দেশের জন্য জেল খাটলেন আর দুঃখ পেলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার—আমি যখন শেয়ালদা হেড-অফিসে ছিলাম তখন তিনি কর্পোরেশনের চীফ! ধাঙ্গর ধর্ম্মঘটে তাঁকে পথের আবর্জ্জনা ফেলতে দেখেছি।

১ম যাত্রী—অতবড় আই, সি, এস্, চাকুরী লাথি মেরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের কত বড় কলঙ্ক হলওয়েল মনুমেণ্ট! তিনি সত্যাগ্রহ করে সেটা উঠিয়ে দিয়েছেন।

২য় যাত্রী—কংগ্রেসের সাথে মতবিরোধে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক গড়ে কংগ্রেসের নেতাদের দেখিয়ে দিলেন কত বড় তাঁর গঠনশক্তি। মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত স্বীকার করতে হলো তাঁর হার হয়েছে।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—মহাজাতি সদন! সুভাষবাবুর অভিনব কল্পনা! পরাধীন জাতির আন্তর্জ্জাতিক সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া কঠিন; একথা তিনি বুঝতে পেরে মহাজাতি সদনের সাহায্যের জন্য ঘরে ঘরে ঘুরলেন। সাহায্য পেলেন না। বন্দী অবস্থায় দেশত্যাগ করে চলে গেলেন। এখন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেমেছেন।

জনযুদ্ধের হকার—খাল কেটে কুমীর আনছেন।

১ম যাত্রী—একথা বলেন কেন?

২য় যাত্রী—তিনি যদি এ যুদ্ধে জেতেন।

জনযুদ্ধের হকার—তাহলে আর কি হবে? জাপানীরা ভারতে কায়েম হবে।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—মিথ্যা কথা। জাপানীরা বা চক্রশক্তি সাহায্যকারী মিত্র রাষ্ট্র ছাড়া কিছুই নয়।

বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিয়াছে; এমন সময় দেখা গেল পথের ময়লা ফেলা টিনের ঘের হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তিন চারিটি নরকঙ্কাল, ফেলিয়া দেওয়া খাদ্য-কণিকা কুড়াইয়া খাইতেছে। তাহা দেখিয়া দুইটি কুকুর তাহাদের ঘেউ ঘেউ করিয়া তাড়া করিল।

ষ্টেশনমাষ্টার (দেখিয়া বলিলেন) দেখুন! এ দৃশ্য আর দেখা যায় না।

১ম যাত্রী—দিন দিন দুর্ভিক্ষ বেড়ে চলেছে।

২য় যাত্রী—কলকাতার পথে ফুটপাথে আট দশটি করে মড়া রোজ মরে পড়ে থাকছে।

জনযুদ্ধের হকার—পুঁজিদার মহাজনের অত্যাচার।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—নিকুচি করছি আপনার পুঁজিদার আর মহাজনের! কেবল ঐ কথাগুলিই শিখেছেন আর মিথ্যা আওরাচ্ছেন।

জনযুদ্ধের হকার—(উত্তেজিত হইয়া) কিসে মিথ্যা মশায়? পুঁজিদাররা যদি ধান চাল মজুত না রাখতো তাহলে—

কম্বল-গায়ে যাত্রী—তাহলেও এ মন্বন্তর হতোই।

১ম যাত্রী কেন?

কম্বল-গায়ে যাত্রী—যুদ্ধের জন্য ভারত থেকে বিদেশী, ইউরোপ, লঙ্কা,

চীন—সর্ব্বত্র ধান, চাল, গম চালান দিচ্ছে, আর তিন বছরের সৈন্যদের খাবার কিনে মজুত রাখছে। [পরে জনযুদ্ধের হকারকে উদ্দেশ করিয়া] মশায়রা এই সোজা কথাটা লিখতে পারেন না। গভর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ না করে শিখেছেন পুঁজিদার মহাজনদেরই শুধু দুষতে।

২য় যাত্রী—ঠিক কথা মশায়!

১ম যাত্রী—এখন এই লোকগুলকে খাওয়ান চাই। কী করা যায় বলুন?

দেখি, বলিয়া মাষ্টার বাবু অফিস ঘরের ভিতর গেলেন ও একটু পরে তিনটি টাকা হাতে করিয়া আসিলেন এবং ২য় যাত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন—আজ এই জুটলো!

২য় যাত্রী—টাকা তিনটি কম্বল-গায়ে যাত্রীর হাতে দিলেন।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—(টাকা হাতে লইয়া) আপনারা তাহলে—(বলিয়া সকলের সামনে কম্বল ধরিলেন এক টাকা, আট আনা, চার আনা, দু'আনা, এক আনা, দু'পয়সা করিয়া যাহা পাওয়া গেল গুনিয়া বলিলেন) সাত টাকা হল। আর তিন টাকা মাষ্টার বাবুর, আজ এই দশ টাকাতেই হবে।

মাষ্টার বাবু—(সলজ্জে) আমার নিজের নয়, আমার ষ্টাফের সকলের।

জনযুদ্ধের হকারের খোঁজ করিয়া দেখা গেল, তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন।

১ম যাত্রী—দেখলেন মশায়! লোকটা সড়ে পড়লো।

২য় যাত্রী—ওরা ঐ রকমই। কেবল রাশিয়া থেকে কতকগুলি আমদানি করা বস্তাপচা বুলি আওড়াতে পারেন। নিজের দেশকে ওঁরা চিনলেন না।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—কেবল চিনলেন না নয়, চিনতে চাইলেনও না। সুভাষ বাবু আজাদ হিন্দ রেডিওতে বললেন—আমি বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য একলক্ষ টন্ চাল বর্ম্মা থেকে পাঠাতে চাই, গভর্ণমেণ্ট সে কথা শুনলো না। শুনলে আজ এ দুর্ভিক্ষ হতো না।

১ম যাত্রী—আমরা সকলেই এ কথা শুনেছি।

২য় যাত্রী—আজ মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, কংগ্রেসের সভাপতি ও অন্যান্য নেতারা জেলের বাইরে থাকলে এ দুর্ভিক্ষ হতো না।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—কেবল যে দুর্ভিক্ষই এড়ানো যেত তা নয়, আরো অনেক কিছুই হতো।

১ম যাত্রী—কি রকম?

কম্বল-গায়ে যাত্রী—যুদ্ধের চেহারা বদলে যেতো। তার একটু পরিচয় পেয়েছেন গত আগষ্ট মাসের বিপ্লবে।

১ম যাত্রী—যাতে রেল চলাচল বন্ধ হয়, খবরা-খবর না চলে সে জন্য রেল লাইন ভেঙ্গে দেয়, তার কেটে দেয়—

কম্বল-গায়ে যাত্রী—ঠিক তাই। এ যুদ্ধে আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করা উচিত নয়। ঐ উপায় ছাড়া দেশের লোকের হাতে আর ত কিছু ছিল না।

২য় যাত্রী—কিন্তু সেটাতো বন্ধ করে দিল।

কম্বল-গায়ে যাত্রী—তা দেবেই। তা বলে দেশের লোকের চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। সুভাষ বাবু বাইরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম যা করেছেন দেশের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কংগ্রেসের আদেশে সেই স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশের ভেতর আরম্ভ করেছিল গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করলো শুধু জনযুদ্ধওয়ালারা।

১ম যাত্রী—লজ্জার কথা। ওরা কি চায় ?

কম্বল গায়ে যাত্রী—টাকা, আর ক্ষমতা! যখন যেমন সুবিধে সেই দলে যোগ দিয়ে মুখে রাশিয়ার বুলি কপচায়।

২য় যাত্রী—সাংঘাতিক ! এরা কত বড় দেশদ্রোহী !

কম্বল গায়ে যাত্রী—তা' আর বলতে।

মাষ্টার বাবু—এখন ক্ষুধার্ত্ত নরনারায়ণের সেবার বন্দোবস্ত করতে হয়।

১ম যাত্রী—আর দেরী করা চলে না।

২য় যাত্রী—চাল কোথায় পাওয়া যাবে ?

ষ্টেশন মাষ্টার—এই কন্‌ট্রোল রেশনের হিড়িকে দোকান থেকে পাওয়া যাবে না, তবে দেখছি—(বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন)।

কম্বল-গায়ে যাত্রী ক্ষুধার্ত্তদের ডাকিতে গেল।

টেলিফোন হইতে ষ্টেশন মাষ্টার হাঁকিলেন—৩নং আপ আসাম মেল, লাইন ক্লিয়ার !

একে একে ক্ষুধার্ত্ত নর নারী ও নর—কঙ্কাল মাতৃক্রোড়ে শিশু সহ আসিয়া বারান্দায় উঠিতে লাগিল। ইহাদের মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। রুক্ষ—উস্কো মুস্কো চুল, শীর্ণ দেহ, পাঁজরার হাড় গোনা যায়, পরিধানে শত ছিন্ন মলিন বস্ত্র। তাহারা আসিয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ গোছের লোকটি বলিল বাবা! আমাদের বাড়ি ঘর, জমি জমা সব ছিল।

১ম যাত্রী—সেসব কি হলো?

বৃদ্ধ—লড়াইয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট কিনে নিয়ে আমাদের তুলে দেয়।

২য় যাত্রী—লড়াইয়ের জন্য কিনে নেয় মানে?

বৃদ্ধ—হাওয়াই জাহাজের আড্ডার জন্য। আমাদের বাড়ি ডায়মণ্ডহারবারের দিকে।

১ম যাত্রী—গ্রামে লোক আছে?

বৃদ্ধ—গ্রাম জনশূন্য। গ্রামকে গ্রাম কিনে নিয়েছে।

এমন সময় মাষ্টার বাবু আসিয়া বলিলেন—চাল পাওয়া গিয়েছে। চালের নাম শুনিয়া বৃদ্ধ সাগ্রহে বলিল চাল পাওয়া গেছে বাবা! পাওয়া গেছে!

মাষ্টার বাবু—হাঁ, পাওয়া গেছে।

বৃদ্ধ—(সোৎসাহে) তাহলে আজ আমরা ভাতের মুখ দেখতে পাবো!

তাহার কথা শুনিয়া কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। অলক্ষে সকলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া কম্বল-গায়ে যাত্রী ধরা গলায় বলিল—দুর্ভিক্ষে বাঙলার মৃত লক্ষ লক্ষ নর নারী এই স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ!

সকলে—তা' আর বলতে!

চতুর্থ দৃশ্য

১৯৪৩—সাল অক্টোবরের ২১শে। স্থান—সিঙ্গাপুরে আজাদ—হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার। প্রকাণ্ড অফিস বাড়ি, দ্বারে সশস্ত্র আজাদ—হিন্দ-প্রহরী পাহারা দিতেছে। একটি প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া, নেতাজী অফিসের কাজ দেখিতেছেন। পাশে তাঁহার মিলিটারী সেক্রেটরী বসিয়া, এ, ডি, সি দূরে দাঁড়াইয়া আছে।

মিলিটারী সেক্রেটারী ফাইলের পর ফাইল পেশ করিতেছেন তিনি দেখিয়া দিতেছেন।

নেতাজী—আমাদের মিলিটরী একাডেমিতে কত শিক্ষার্থী ক্যাডেট আছে?

মিঃ সেক্রেটরী—তিন হাজার। তিন মাসে কোর্স শেষ হয়।

নেতাজী—তাহাদের কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে?

মিঃ সেক্রেটারী—আমাদের কোর্সের তিনটি বিভাগ—প্রথম অস্ত্র-শিক্ষা—তাতে রাইফেল, সঙ্গীন আক্রমণ, টমিগান, বেরিন গান—রিভলবার ও বিস্ফোরক গ্রেনেড শিক্ষা। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে—যুদ্ধনীতিশিক্ষা—তাতে শিখতে হয় আক্রমণ, প্রতিরোধ, একত্রী করণ (Consolidation) স্কাউটের কাজ—যুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ। তৃতীয় বিভাগ—হচ্ছে ম্যাপ বিশ্লেষণ, তাতে শিখতে হয়—কম্পাস পর্য্যাবেক্ষণ, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দিক্‌নির্ণয়, শত্রুর অবস্থান নির্ণয় ও জঙ্গল যুদ্ধ। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ইতিহাস, ভুগোল ও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে সচিত্র বক্তৃতা দেওয়া হয়।

নেতাজী—কটা বিগ্রেড তৈরী আছে ?

মিঃ সেক্রেটরী—তিনটি। নেতাজীর নামে "সুভাষ ব্রিগেড" তার সৈন্যবল ৩২০০ শত। এই ব্রিগেড কর্ণেল শা'নবাজের কর্তৃত্বাধীন। কর্ণেল কয়ানীর নেতৃত্বে ২৮০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়েছে "গান্ধী ব্রিগেড" ও কর্ণেল মোহন সিংএর নেতৃত্বে আছে "আজাদ ব্রিগেড" এবং কর্ণেল গীলনের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়েছে "নেহেরু ব্রিগেড"। এঁরা সব বর্ত্তমান যুদ্ধের উপযোগী আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত।

নেতাজী—"সুভাষ ব্রিগেড" আজাদ ব্রিগেড" ও "নেহেরু ব্রিগেড" অবিলম্বে রেঙ্গুন যাত্রা করবে। আমাদের যান বাহনের সামর্থ এখন কত ?

মিঃ সেক্রেটরী—জাপানীরা একশ প্লেন দেবে বলেছিল। মোটে পঁচিশ খানা দিয়েছে। প্লেনের পাইলট ২০ জন ভারতীয়। জাপানীদের অধীনে ৫ খানা প্লেন আছে। তাছাড়া মাত্র দু'খানা জাহাজ আমাদের সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ও আন্দামানে যাতায়াতের জন্য দিয়েছে।

নেতাজী—জাপানীদের মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না, প্লেন ও যন্ত্রপাতি সব আমাদেরই তৈরী করতে হবে।

মিঃ সেক্রেটরী—আমরাতো পয়সা দিয়েই জাপানীদের কাছ হতে কিনছি।

নেতাজী—তাবটে! তবে ওরা ঠিকমত সাপ্লাই করতে পারছে না।

এমন সময় প্রহরী আসিয়া জানাইল কর্ণেল চাটার্জ্জী সাক্ষাৎ প্রার্থী। নেতাজী তাঁহাকে আনতে বললেন।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

কর্ণেল চাটার্জ্জী তাঁহার ব্রিফ কেস হতে এক গাদা ফাইল বাহির করিয়া বলিলেন—আমার সিভিল কাজ অনেক জমে উঠেছে, মিলিটরীকে আর সময় দেবো না।

মিঃ সেক্রেটরী—(হাসিয়া বলিলেন) আমার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে—তবে আজ আজাদ—হিন্দ রাষ্ট্রের ঘোষণা ও বিকেলে আনুগত্যের শপথ ও ফৌজ পরিদর্শন আছে।

কর্ণেল চাটার্জ্জি—আমারও সেই কাজ। মন্ত্রিসভার নাম নির্ব্বাচন শেষ করে এনেছি। ঘোষনা, সঙ্কল্প বাক্য ইত্যাদির খসড়া এনেছি নেতাজীর মঞ্জুরের জন্য।

নেতাজী—(হাসিয়া) সব তো এনেছেন—টাকা কত উঠলো? আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক না হলে তো এসব কাজ চলবে না।

কর্ণেল চাটার্জ্জি—কেবলমাত্র আপনার আবেদনের জন্য—লক্ষ-লক্ষ কোটী-কোটী টাকা স্বেচ্ছায় প্রবাসী ভারতীয়েরা ব্যাঙ্কের জন্য চাঁদা দিচ্ছেন। মিসেস বেটাই দিয়েছেন বার লক্ষ, রেঙ্গুনের মুসলমান ব্যবসায়ী মিঃ বরকত দিয়েছেন এক কোটী টাকা। আমাদের ৩টি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল

সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্‌কক ও রেঙ্গুনে চলছে। তাছাড়া ডাঃ বা'মা আপনাকে জানাতে বলেছেন—তিনি একশ' একার স্কোয়ার জমি ও বসতি ছেড়ে দিচ্ছেন বর্ম্মায়—আজাদ—হিন্দ রাষ্ট্রকে—সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের রসদ—জমি চাষ করে উৎপন্ন করতে হবে কারখানা বসিয়ে—চট, বস্তা ও অন্যান্য উপকরণ তৈরী হবে।

নেতাজী—ডাঃ বামা'কে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু লোহালক্করের জোগাড় কি আছে?

কর্ণেল চাটার্জ্জি—ব্রিটিশরা সিঙ্গাপুর থেকে ও বর্ম্মা থেকে পালাবার সময় লোহা লক্কর কিছু রেখে যায়নি। বর্ম্মায় যে রেল গাড়ি ছিল—বেশীর ভাগ ইরাবতীতে ডুবিয়ে দেয়। তাছাড়া—দক্ষিণ বর্ম্মা হতে রেল লাইন ও সেতু অনেক নষ্ট করে ফেলে। তাড়াতাড়ি পালাবার সময় উত্তর বর্ম্মার রেল ও লোহা লক্কর ফেলে যায়। সেগুলি বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট কাজে লাগাচ্ছে।

নেতাজী—লোহার অভাবই সব চেয়ে বেশী মনে হচ্ছে—এই বাধা জয় করতে হবে।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—তা হয়ে যাবে। এই বলিয়া তিনি আগে আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের মন্ত্রীসঙ্ঘের নামের লিষ্ট পেশ করিলেন।

(তাহা পড়িয়া) নেতাজী—আয়েঙ্গার প্রচার বিভাগে বেশ ভালই কাজ করছে।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—এরি মধ্যে ব্যাঙ্কক, সাইগন ও মালয়ের নানা

স্থানে ও চৌকিওতে আজাদ—হিন্দ রাষ্ট্রের প্রায় ৫০০ শত শাখা খুলেছেন।

নেতাজী—প্রচার ছাড়া যান বাহনের ভার কার উপর দেওয়া যায়?

কর্ণেল চাটার্জ্জী—উপস্থিত লোকনাথমের উপর আছে।

নেতাজী—তাঁকে তো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শাসনের ভার নিতে হবে।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—তখন আপনি যাকে বলেন। আন্দামানে ব্রিটিশের লোহালক্কর কিছু আছে। সেগুলি যাতে জাপানীরা না নিতে পারে।

নেতাজী—বেশ সেই চেষ্টা করুন। পরে তিনি কর্ণেল চাটার্জ্জীর কাছ হইতে আজাদ হিন্দের ঘোষণা ও সঙ্কল্প বাক্য ইত্যাদি মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

মিঃ সেক্রেটরী জানাইলেন—এইবার ফৌজ পরিদর্শনের সময় হইয়াছে।

দৃশ্যান্তর—অফিসের বাহিরের মাঠে, তিনটি ব্রিগেডে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন দল সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। তাহাদের সামনে দীর্ঘ দণ্ডে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। মাঠের এক পাশে একটি মঞ্চ। মঞ্চের নীচে ঝান্সীর রাণী বাহিনী লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর নেতৃত্বে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। নেতাজী মঞ্চে

উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দিয়া তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিল ও ব্যাণ্ডে জয়হিন্দের সামরিক সঙ্গীত গাহিল।

কদম কদম বাড়ায়ে যা,
খুসীকে গীত গায়ে যা,
এ জিন্দিগী হ্যায় কোমকী
(তো) কোমপে লুটায়ে যা ॥

তু শেরে হিন্দ আগে বাড়
মরণ সে ফিরভি তু ন ডর
আসমান তক উঠাকে শর
জোসে বতন বাড়ায়ে যা ॥

তেরে হিম্মত বাড়তি রহে
খুদা তেরী শুনতা রহে
যো সামনে তেরে চড়ে
তো' খাকমে মিলায়ে যা ;

চলো দিল্লী পুকার কে
কোমী নিশান সামালকে
লাল কিল্লে গড়কে
লহরায়ে যা' লহরায়ে যা ॥

ব্যাণ্ডের সঙ্গীত থামিলে মাইকের সামনে দাঁড়াইয়া নেতাজী আজাদ—হিন্দ রাষ্ট্রের ঘোষণা পাঠ করিলেন।

"বন্ধুগণ, ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথমবার আমরা স্বীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলাম। বিদেশের বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র এ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথমবার ভারতের বাহিরে বিশেষতঃ ইউরোপের ও এশিয়ার ভারতীয়েরা স্বদেশের স্বাধীনতার যোদ্ধাদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে। ভারতে বিপ্লবভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্যাচারীর নির্দ্দয় শোষণের ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের যে তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে, তাহাই ভারতবাসীকে বিপ্লবের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম আরম্ভ করবার উপযোগী সময় আজ উপস্থিত।

স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থিত আমার দেশবাসীগণ! আর সময় নষ্ট করিওনা। তোমরা প্রস্তুত হও, এবং এ মুহুর্ত্তেই শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হও। পূর্ব্ব এশিয়ার শক্তিশালী মিত্ররাষ্টের সাহায্য লইয়া আমরা যথাসাধ্য কাজ করিতেছি। শীঘ্রই আমরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিব এবং ভারত ভূমিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিব।

অতঃপর দিল্লী অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু হইবে। বিদেশী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেই, এ যাত্রা শেষ

হইবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে। যেদিন ভারতের মুক্তি ফৌজ প্রাচীন লাল কেল্লার অভ্যন্তরে বিজয় উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারিবে কেবল সেদিনই এ অভিযানের শেষ হইবে

সৈনিকগণ ও জনতা 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ও "আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ" জয়ধ্বনি করিয়া ঘোষণা সমর্থন করিল পরে নেতাজী পড়িতে লাগিলেন।

এই সেনাবাহিনীর লক্ষ্য—একমাত্র ভারতের স্বাধীনতা; ভারতের স্বাধীনতার জন্য মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। আমরা যখন দাঁড়াইব, আজাদ—হিন্দ ফৌজকে প্রস্তরের প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইতে হইবে; আমরা যখন অগ্রসর হইব; আজাদ হিন্দ—ফৌজকে ষ্টীম রোলারের ন্যায় অগ্রসর হইতে হইবে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংস ৩৮ কোটি মানবের স্বাধীন হইবার অধিকার আছে এবং তাহারা স্বাধীনতার মূল্য দিতে প্রস্তুত। আমাদের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার বিচ্যুত করিতে পারে, এমন শক্তি বিশ্বে নাই।

সহকর্ম্মীগণ, অফিসরগণ ও সৈন্যগণ! আপনাদের অকপট সমর্থনে এবং অনমনীয় আনুগত্যের দ্বারা আজাদ—হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তির মন্ত্র স্বরূপ হইবে।

এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট হইতে আনুগত্য ' দাবী করিতেছে। এই গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মগত স্বাধীনতা এবং সকল দেশ বাসীকে সমান অধিকার ও

সুযোগ সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিতেছে। এই গভর্ণমেণ্ট আরও ঘোষণা করিতেছে যে ব্রিটিশের সৃষ্ট সকল ভেদাভেদ উচ্ছেদ করিয়া, সকলের প্রতি সম দৃষ্টি রাখিয়া সমগ্র দেশের এবং সকল অংশে সুখ সমৃদ্ধি আনিবার জন্য এই গভর্ণমেণ্ট দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

পাঠ শেষ হইলে জনতা ও আজাদ—হিন্দ ফৌজ বিপুল জয়ধ্বনি করিল।

এই সময় কর্ণেল চাটার্জ্জী আসিয়া নেতাজীকে আনুগত্যের শপথ ও আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের সংকল্প পাঠ করিতে দিলেন।

নেতাজী—(পড়িলেন) আমি ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যতদিন ভারত স্বাধীন না হয়, আমি সবরকম দুঃখ দারিদ্র বরণ করিয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চালাইব। আমি ততদিন নিজের সুখ সুবিধা কিছু চাহিব না। ভারতের ৩৮ কোটি নরনারীকে আমার ভাই বোন বলিয়া মনে করিব এবং নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের আগে তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের কথাই ভাবিব—ভগবান আমার সহায় হোন।

চারিদিকে গভীর শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। মাইকের সঙ্গের লাউডস্পীকারের যোগে নেতাজীর সংকল্প পাঠের আবৃত্তি উপস্থিত জনগণের কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে পৌঁছিল।

মিঃ সেক্রেটরী বলিলেন—সৈন্যগণ পৃথক ভাবে ও প্রত্যেকে স্বতন্ত্র সংকল্প বাক্য তাঁহাদের কোয়াটারে তাঁহাদের

অফিসারদের সম্মুখে লইবেন উপস্থিত অফিসারগণ নেতাজীর সামনে সংকল্প গ্রহণ করিবেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারিজন অফিসার—কর্ণেল শা'নয়াজ, কর্ণেল কয়ানি ও কর্ণেল মোহন সিং ও লেঃ লক্ষী আসিয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন তাঁহারা তিনজনে পৃথক পৃথক সংকল্প পাঠ করিলেন।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—এইবার আজাদ হিন্দ পরিষদের মন্ত্রী সংঘের নাম পাঠ করিলেন।

১। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, রাষ্ট্রধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী।

২। লেঃ কর্ণেল মিস লক্ষ্মী স্বামীনাথম—নারী সংগঠন।

৩। মিঃ এস এ আয়েঙ্গার—প্রচার।

৪। লেঃ কর্ণেল এ, সি, চাটার্জ্জী—অর্থ।

৫। লেঃ কর্ণেল আজিজ আমেদ।

৬। লেঃ কর্ণেল এস, এন, ভগার্ট।

৭। লেঃ কর্ণেল জে, কে ভোসলে।

৮। লেঃ কর্ণেল গুলজারা সিং।

৯। লেঃ কর্ণেল এম, জেড্ গিয়ানী।

১০। লেঃ কর্ণেল এ, সি লোফনাথম।

১১। লেঃ কর্ণেল ঈশান কাদ্রি।

১২। লেঃ কর্ণেল শা'নবাজ—সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি।

১৩। মিঃ এস, এন সহায়—সম্পাদক।

১৪। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু—সর্ব্বোচ্চ পরামর্শদাতা।

১৫। মিঃ করিমগনি।

১৬। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দাস।

১৭। মিঃ ডি, এন খাঁন।

১৮। মিঃ এ, ইসেলাপা।

১৯। মিঃ আই থিবি।

২০। সর্দ্দার ঈশ্বরসিং (পরামর্শদাতা)

২১। মিঃ এন্ সরকার (আইন বিষয়ের পরামর্শদাতা)

কর্ণেল চাটার্জ্জীর পাঠ শেষ হইলে সৈন্যগণ নেতাজীর সামনে দিয়া মার্চ্চ করিয়া গেল।

সেদিনকার মত অনুষ্ঠান শেষ হইল।

পঞ্চম দৃশ্য

রেঙ্গুন আজাদ—হিন্দ ফৌজের অফিস, সময় ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম। অফিসের বিস্তীর্ণ হলে আজাদ—হিন্দ ফৌজের মন্ত্রী সভায় অধিবেশন হইতেছে জাপানী জেনারেল যশীদা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জাপানী রাষ্ট্রদূত মিঃ হাচিয়া উপস্থিত আছেন।

ঘরের আসবাব পত্র সাধারণ চেয়ার টেবিল। লম্বা টেবিলের চারিধারে সকলে বসিয়াছেন। সভা আরম্ভের পর জেনারেল যশীদা নেতাজীর হাতে এক টেলিগ্রাম দিয়া বলিলেন—

Excellency! জাপ গভর্ণমেণ্ট আজাদ—হিন্দ রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মিত্র রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছেন এবং আমাদের সর্ব্বদা এই মিত্র রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে বলেছেন।

মিলিটারী সেক্রেটরী—অভিবাদন করিয়া জানাইলেন ন'টী স্বাধীন রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রকে স্বাধীন মিত্র রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছেন। এর চাইতেও সু-খবর—আজাদ—হিন্দ ফৌজের "সুভাষ ব্রিগেডের' অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শা'নবাজ সর্ব্বপ্রথম ইনফাল রনাঙ্গনে স্বাধীন আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের পতাকা প্রথিত করেছেন।

নেতাজী—নোট করুন, লেঃ কর্ণেল শা'নবাজের এই বিরোচিত কাজের জন্য তাঁকে মেজর জেনারেল পদে উন্নতি করা হলো। মণিপুর ফ্রণ্টে আমাদের আর ক' ব্রিগেড আছে?

মিঃ সেক্রেটরী,—"নেহেরু ব্রিগেড" ও "আজাদ ব্রিগেড"। "গান্ধী ব্রিগেড"—আরাকান ফ্রণ্টে রথিডং বুথিডংয়ে আছে।

নেতাজী—যশীদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের ক' ডিভিসন সৈন্য মণিপুর ফ্রণ্টে আছে ?

যশীদা—মাত্র এক ডিভিসন। ডিভিসন কমাণ্ডার আজাদ—হিন্দ ফৌজের সহযোগিতায় কাছ করছেন।

নেতাজী—রিজার্ভ, কেন্দ্রিয় হাসপাতাল, রিয়ার হেড কোয়ার্টার এসব এক সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু আক্রমণ, প্রতিরোধ এসব স্বতন্ত্র ভাবেই করা বাঞ্ছনীয়।

যশীদা—ঠিক তাই হচ্ছে। ইনফাল রণ-প্রান্তরে গরীলা যুদ্ধই বেশী হচ্ছে।

মিঃ সেক্রেটরী—কিন্তু কেবল গরিলা যুদ্ধ করলেইতো এখন চলবে না, যখন আমাদের এক ব্রিগেড এগিয়ে গিয়ে কতক স্থান দখল করেছে। সেইটেইতো কেন্দ্র করতে হবে এখন ?

যশীদা—সে কথা বলতে পারেন। আমাদের মিলিটরী হেড কোয়াটার হচ্ছে সেনানে (সিঙ্গাপুর) আমি সেখানে রিপোর্ট করবো।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—আজাদ—হিন্দ ব্যাঙ্কের ৩টী শাখা—রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও ব্যাঙককে বেশ চলছে, তাছাড়া কুয়ালমপুরে একটি সাহায্যকেন্দ্রও খোলা হয়েছে। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, ব্যাঙককের হাসপাতালে রোজ এক হাজারের বেশী রুগী সাহায্য পায়।

নেতাজী—(হাসিয়া) রুগীর সংখ্যা বেশী হওয়াতো ভাল কথা নয়। সকলকে নীরোগ হতে হবে।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—ম্যালেরীয়াই বেশী! এর আগে চিকিৎসাই হতো না। এবার অফুরন্ত কুইনানের ষ্টক মজুত আছে। আগে বিদেশী এদের দেশের ওষুধ বাহিরে চালান দিয়ে এদের রোগে মারতো। এরা এবার ওষুধ পাচ্ছে।

নেতাজী—পথ্য?

কর্ণেল চাটার্জ্জী—পথ্যও পাচ্ছে। চালের অভাব নেই।

নেতাজী—চালের অভাব বাংলায়, সেখানে দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। চাল আমরা পাঠাতে চাচ্ছি ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট সে সাহায্য না নিয়ে অযথা লোক মারছে।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—একলক্ষটন চাল আমরা সুইস রেডক্রশের মারফত পাঠাতে চেয়েছিলাম। সে সাহায্য তারা প্রত্যাখ্যান করে। ব্রিটিশ বর্ম্মা ছেড়ে পালাবার সময় পথে ঘাটে আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত—রেল ষ্টেশনে ষ্টেশনে খোলা প্লাটফর্ম্মে মজুত চাল রেখে গেছে।

নেতাজী—(জেনারেল যশীদাকে)—ইন্‌ফাল ফ্রণ্টে সরবরাহ ভাল হচ্ছে না।

যশীদা—Your Excellency! আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

নেতাজী—আমাদের ট্রান্সপোর্টের ভার আমরা নিতে চাই।

যশীদা—বেশতো।

নেতাজী—বেশতো বল্লে হবে না, মাসে ক'খানি ওয়াগন দেবেন?

যশীদা—সেটা বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের হাতে।

নেতাজী—(মিঃ সহায়ক সম্পাদককে) আপনি নোট করুন, বার্ম্মা গভর্ণমেণ্টের সাথে এ বিষয়ে স্থির করতে হবে। (পরে লেঃ কঃ চাটার্জ্জীকে) আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে রিজার্ভ কত ?

—দু' কোটী।

কারেণ্ট ও ফিক্‌সডতে ?

চার কোটী।

যশীদা—জাপানী ও বর্ম্মা গভর্ণমেণ্টের সাথে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের বিনিময় চলছে।

নেতাজী—বাট্টা প্রথায় নাকি ?

কর্ণেল চাটার্জ্জী—না face valueতে

নেতাজী—বাট্টা প্রথায় হলে তো সর্ব্বনাশ হয়ে যেতো। বৃটিশ ভারতের অর্থ বাট্টা প্রথায় বিনিময় করে ভারতের সর্ব্বনাশ করছে। (যশীদা বিদায় লইলেন)।

লেঃ লক্ষ্মী নেতাজীর হাতে একখানা চিঠি দিলেন।

নেতাজী তাহা পাঠ করিয়া সকলকে পড়িতে দিলেন। সকলে পড়িয়া মিঃ সেক্রেটারীর হাতে দিলেন।

মিঃ সেক্রেটারী নেতাজীর সম্মতি লইয়া পড়িলেন।

"নেতাজী! আপনিই আমাদের শিখাইয়াছেন যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আপনি আমাদিগকে পুরুষের শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে বিশ্বাসের প্রেরণা ও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সংগ্রাম করবার সাহস দিয়াছেন। আমরা সুচারুভাবে

শিক্ষালাভ করিয়াছি, তথাপি আমাদিগকে কেন রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয় নাই ? আমাদিগকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। ইতি—

ঝান্সী রাণী ব্রিগেডের সৈন্যগণ।

নেতাজী—মিঃ সেক্রেটারী ও সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন চিঠিখানি ও লেখিকাদের নাম সহি কোন্ কালীতে লেখা দেখেছেন ?

সকলে—রক্ত দিয়ে লেখা।

নেতাজী—(লেঃ লক্ষ্মীর প্রতি) আপনারা রণক্ষেত্রে যেতে স্থির করেছেন ?

লেঃ লক্ষ্মী—আমরা স্থির করেছি।

নেতাজী—(সহাস্যে) বেশ তাই হবে ?

লেঃ লক্ষ্মী—(সাগ্রহে) কবে ? কোথায় নেতাজী ?

নেতাজী (সহাস্যে) আপনি একজন অফিসার ও কেবিনেটের মেম্বার। আপনার এ উৎসুক্য সাজে না। আপনি ভাল করেই জানেন যে, সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতাতে কোথায় কোন সৈন্য যুদ্ধ করতে যাবে আগে হতে তারা কিছুই জানে না।

লেঃ লক্ষ্মী—(সলজ্জে) নেতাজী! আমরা অপেক্ষা করে থাকবো।

নেতাজী—(সেক্রেটারীর দিকে) কর্ম্মতালিকায় আমাদের আর কি কাজ আছে ?

সেক্রেটারী—রেঙ্গুনের বণিক ও সিঙ্গাপুরের নাগরিক যাঁরা

একদিনে কুড়ি লাখ ও নেতাজীর গলার ফুলের মালা বারো লাখ টাকায় কিনে নিয়েছিলেন তাঁদের "শের-ই-হিন্দ" ও "সেবক-ই-হিন্দ" মেডেল দিবার কথা ছিল।

নেতাজী—মেডেল তৈরী হয়ে এসেছে ?

মিঃ সেক্রেটারী—এসেছে। বলিয়া মেডেল কেস সমেত নেতাজীর হাতে দিলেন।

নেতাজী—বারে বারে ঘুরাইয়া দেখিয়া সকলকে দেখিতে দিলেন।

সকলে দেখিলেন—সোণার মেডেল, ভিতরে জাতীয় পতাকার নীচে একটি বাঘ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উপরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও নীচে মেডেল যিনি পাইয়াছেন তাঁহার নাম লেখা।

নেতাজী—আজাদ হিন্দের কোন উৎসবে দিতে হবে—বলিয়া নেতাজী উঠিলেন। সেদিনকার মত মন্ত্রণা-সভা শেষ হইল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইম্ফাল রণ-প্রান্তর, ১৯৪৪ সালের মে মাসের প্রথম

কোহিমা হিলের অপর পার্শ্বে নাগা পল্লী। কোহিমা হিলে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। হিলের একপাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নাগা পল্লী। নাগা যুবকদের এক বাহিনী পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের হাতে বর্শা, কোমরে দা, খালি গা। গায়ে পাথর, হাড় ও কাঁচের মালা। নেংটি পরা।

বৃদ্ধ নাগা সর্দ্দার, নেতাজী সুভাষ ব্রিগেডের অধিনায়ক শা'নবাজ ও নেতাজীর এ, ডি, সি, ও মিঃ সেক্রেটারী প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ সর্দ্দার—তাঁহার সৈন্যশ্রেণী দেখাইয়া বলিল—এই আমার দুর্দ্ধর্ষ নাগা সৈন্য, ইহারা মরিতে জানে রাজা!

নেতাজী—আমাকে রাজা বলছো কেন, আমি রাজা নই।

বৃদ্ধ সর্দ্দার—তু' রাজা আছে। রাজার বেটা রাজা হয় না—যে দেশের জন্য লড়ে সেই রাজা! যেমন মণিপুরের রাজা টিকেন্দ্রজিত ছিল।

শা'নবাজ—আর এখন মণিপুর রাজ্যের ব্রিটিশের আশ্রিত রাজা রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেছে। আমরা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে কত বললাম।

নেতাজী—মণিপুরবাসীরা কি বলে?

শা'নবাজ—তারা সব আমাদের পক্ষে ও আমাদের কর দিচ্ছে।

নাগা সর্দ্দার—পাছে তুর সাথে যোগ দেয় বলে বোমা দিয়ে মণিপুরের আর কিছু রাখে নাই।

শা'নবাজ—মণিপুর আমরা অবরোধ করি এবং এখনও অবরোধ চলছে। তবে বিমান-আক্রমণ আমরা রোধ করতে পারছি না।

বৃদ্ধ সর্দ্দার—তু' আমাদের রাইফেল দে। আমরা আর কিছু চাই না।

শা'নবাজ—রাইফেল আমরা নিয়মিত দিচ্ছি, তবে সর্দ্দার বলে দশ হাজার নাগা সৈন্য সে একদিনে দিতে পারে। এরা মৃত্যুভয় জানে না।

নেতাজী—দশ হাজার রাইফেল তো একদিনে দেওয়া যায় না, তবে ধীরে ধীরে যা' পারেন দিন।

বৃদ্ধ সর্দ্দার—আমি রাইফেল পাইলে একদিনে আসাম ডিমাপুর রেল লাইনের সাঁকো দখল করতে পারি।

নেতাজী—শা'নবাজের দিকে চাহিলেন।

শা'নবাজ—(একখানি ম্যাপ দেখাইয়া) জাপানী এক রেজিমেণ্ট সাড়াশী অভিযান করে টিমু হতে ঐ পাশে গিয়েছে আর আমাদের আজাদ ব্রিগেড আমাদের বাঁ পাশ দিয়ে সাড়াশী হয়ে তাদের সাথে মিলতে যাচ্ছে। আমরা মধ্যে।

নেতাজী—(নিবিষ্ট মনে ম্যাপ দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন) বেস, Base ?

শা'নবাজ—টিমুতে।

মিলিটারী সেক্রেটরী—নাগারা খুব ভাল গুপ্তচরের কাজ করতে পারে।

নেতাজী—(হাসিয়া) দু'পক্ষে নয়তো ?

শা'নবাজ—খুব বিশ্বাসী ও ইমানদার।

সেই কথা শুনিয়া নাগা সর্দ্দার বলিল—নাগা মরিয়া যাবে তবু নেমক্‌হারাম হবে না।

নেতাজী—(খুসী হইয়া) আজকার মত দশটি রাইফেল নাও

[ইঙ্গিত মত দশটি রাইফেল আনিয়া দিল।]

বৃদ্ধ সর্দ্দার রাইফেল পাইয়া খুব খুসী হইল ও বারে বারে নেতাজীর পা ছুঁইয়া তাহাদের জাতীয় আনুগত্য জানাইল।

নেতাজী সর্দ্দারের নিজের জন্য কিছু মিছ্‌রী ও লবণ দিলেন।

এমন সময় শত্রু-বিমান হইতে বোমা-বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে পাহাড়ের গায়ে কাটা গর্ত্তে লুকাইলেন। কিছুক্ষণ বোমা বর্ষণের পর শত্রু-বিমান চলিয়া গেল। সকলে বাহিরে আসিলেন। তখন বৃষ্টি হইতেছে।

শা'নবাজ—এই শিবাগর্ত্ত যুদ্ধে (**Fox Hole Fight**) আমরা শত্রুকে আজ ২১ দিন প্রতিরোধ করছি। চারপাশে পাহাড়ের গর্ত্তে আমাদের সৈন্যরা দিবারাত্রি রাইফেল নিয়ে বসে যুদ্ধ করছে।

মিঃ সেক্রেটারী—রসদ পাওয়া যাচ্ছে না।

শা'নবাজ—না। তাছাড়া দারুণ বর্ষায় সৈন্যদের মধ্যে আমাশায় ও জ্বর দেখা দিয়েছে ; এবং দুধ, পথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

নেতাজী—(চিন্তান্বিত হইলেন) রসদ কি আছে ?

শা'নবাজ—বাজরা ও ঘাসের চূর্ণ মিশ্রিত এক রকম আটা।

মিঃ সেক্রেটারী—রেঙ্গুন হতে চাল পাঠাচ্ছে লিখেছে।

নেতাজী—টিমু-বেস (Timu-Base)-এ এখনি জানান—রেঙ্গুনে বেতারে খবর দিতে—চাল যাতে শীগগির আসে।

মিঃ সেক্রেটারী—আপনার যে আদেশ !

শা'নবাজ—ট্রান্‌সপোর্টের অসুবিধার জন্য এরূপ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।

নেতাজী—সৈন্যদের উৎসাহ কিরূপ দেখছেন ?

শা'নবাজ—তারা হাসি মুখে সব সহ্য করছে।

নেতাজী—পীড়িতদের বেস হাসপাতালে পাঠান হচ্ছে ?

শা'নবাজ—নিয়মিত হচ্ছে।

নেতাজী—ফিল্ড এম্বুলেন্সে কাজ কি ভাবে হচ্চে ?

শা'নবাজ—ঝান্সী রাণী রেজিমেণ্টের পাঁচটি প্লেটুন ও গরিলা বাল সেনারা এই কাজ করছে।

মিঃ সেক্রেটারী—যদি আমাদের প্লেন থাকতো তাহলে ডিমাপুর সেতু ও আসাম এতদিন আজাদ হিন্দের দখলে আসতো।

শা'নবাজ—ডিমাপুর সেতু হস্তগত হলে আসাম ইম্ফল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো ! আমাদের গরিলারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার !

নেতাজী—বাধা কোথায় ?

শা'নবাজ—নিগ্রোসৈন্য দিয়ে ডিমাপুর ছেয়ে ফেলেছে—চারিদিকে মাইন, কাঁটা তারের বেড়া আর উপরে দিনরাত প্লেনের পাহারা ও ক্রমাগত বোমা-বর্ষণ করে আমাদের গতি রোধের চেষ্টা করছে।

মিঃ সেক্রেটারী—তবুও পারছে না।

শা'নবাজ—আমাদের গরিলা ও বালসেনার দল নানা ভাবে শত্রুকে বিধ্বস্ত করছে।

নেতাজী—আমাদের মৃতের সংখ্যা ?

শা'নবাজ—কম। গরিলার যে দল ফেরে না তাদের মৃতের মধ্যে ধরে নেওয়া হয়।

নেতাজী—তাদের মৃত বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়, তাদের নিখোঁজ বলা যেতে পারে।

(পরে শা'নবাজকে বলিলেন)—আমি ইম্ফাল, ডিমাপুর ফ্রণ্টের সমস্ত লাইন পরিদর্শন করবো।

মিঃ সেক্রেটারী—আপনি তো আজ দু'সপ্তাহের উপর স্বয়ং গর্ত্তে গর্ত্তে দিনরাত যুদ্ধ করছেন ; আহার, বিশ্রাম, কোনদিকে নজর নেই।

নেতাজী—আপনাদের যখন আহার বিশ্রাম হবে আমারও তখন আহার বিশ্রাম হবে। বলিয়া কিট ঘাড়ে খুলিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

টিমু ছাড়াইয়া বার্ম্মা ও আসামের প্রান্তদেশে এক গ্রাম। একখানি ভাঙা টিনের চালা, অঝোরে বৃষ্টি পড়িতেছে বিরাম নাই। সময় ১৯৪৪ জুন মাসের শেষ। নেতাজীর গায়ে এক বর্ষাতি—গা'বয়ে জল ঝরিতেছে কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।

কাঁধে এক রেশন ব্যাগ লইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া একশা হইয়া তিনি এই টিনের চালায় আসিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে তাঁহার মিলিটারী সেক্রেটারী ও দুজন আজাদ হিন্দের সৈনিক। তিনি আসিয়া বর্ষাতি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। সেক্রেটারী লণ্ঠন জ্বালাইয়া দিল। তিনি পকেট হইতে ম্যাপ বাহির করিয়া নিবিষ্ট মনে ম্যাপ দেখিতে লাগিলেন, কোন কথা বলিলেন না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর গার্ড সংবাদ দিল জেনারেল যশীদা দেখা করতে এসেছেন।

নেতাজী কথা না বলিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে আনিতে বলিলেন।

জেনারেল যশীদা—স্যালুট দিয়া বলিলেন—Your Excellency! জাপানী সৈন্য Retreat করছে।

নেতাজী—Retreat করছে? তবে আজাদ হিন্দ ফৌজ Retreat করতে জানে না। তারা মরতে জানে।

জেনারেল যশীদা—এই মরা মানে বৃথা লোকক্ষয় হবে। কোন লাভ হবে না।

নেতাজী—কেন হবে না?

যশীদা—আসাম ও ব্রহ্মে দারুণ বর্ষা নেমেছে—ট্রান্সপোর্টের কোন সুবিধা নেই, ফৌজ না খেয়ে মরবে।

মিঃ সেক্রেটারী—আর্ম্মী না খেয়ে মরছে—তোমরা ঠিক মত সরবরাহ কর নাই।

যশীদা—এই দারুণ বর্ষায় কিছুই ঠিক থাকতে পারে না।

এমন সময় গার্ড খবর দিল মেজর জেনারেল শা'নবাজ আসিয়াছেন। নেতাজী তাঁহাকে আনিতে বলিলেন। [তিনি আসিয়া স্যালুট্ দিয়া বলিলেন] জাপানীরা আমাদের ফেলেই Retreat করছে।

পরে যশীদাকে দেখে বলিলেন] এই যে জেনারেল যশীদাও এসেছেন!

জেঃ যশীদা—আমিও সেই কথাই বলতে এসেছি।

মেজর জেঃ শা'নবাজ—কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ কেহ Retreat করবে না।

যশীদা--বৃথা মারা যাবে। আমরা এসে এখন বর্ষায় আড্ডা নেবো।

নেতাজী—আজাদ ব্রিগেড ফিরছে?

শা'নবাজ—তারা আমাদের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

যশীদা—বিচ্ছিন্ন হয়নি, আমাদের যে ডিভিশন তাদের সঙ্গে ছিল তারা এসে পৌছেছে, তারাও শীগগির আসবে।

নেতাজী—তাদের ফেলেই তোমরা চলে এলে? পরে শা'নাবজকে বলিলেন, আজাদ ব্রিগেডের কমাণ্ডে কর্ণেল গিয়ানী ছিলেন। আপনি আমাদের পাইওনিয়ার দলে খবর দিয়েছেন?

শা'নবাজ—দিয়েছি।

নেতাজী—আজ, রাত্রের মধ্যেই আজাদ ব্রিগেডের খবর আনা চাই।

শা'নবাজ—নেতাজীর যা আজ্ঞা।

নেতাজীর মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। জেঃ যশীদা বিদায় নিলেন। যশীদা যাওয়ার পর মিঃ সেক্রেটারী—বলিলেন জাপানীরা পালাচ্ছে এরা আমাদের কোন সাহায্যই করছেনা এরা বিশ্বাস ঘাতক কম নয়।

নেতাজী—তা দেখতে পাচ্ছি।

তিনি শা'নবাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ব্রিগেডের সৈন্যরা আশ্রয় পেয়েছে?

শা'নবাজ—জাপানীরা আগে এসে এই গ্রামের ভাল ভাল ঘর দোর সব দখল করেছে; আমরা কোন রকমে চারদিকে ছড়িয়ে আছি।

নেতাজী—কিচেন খুলেছে?

শা'নবাজ—খুলেছে।

নেতাজী—তবে আমাদের রেশনও নিয়ে যান। [বলিয়া রেশন ব্যাগ হইতে কিছু বাজরার আটা বাহির করিয়া দিলেন]

শা'নবাজ—সৈন্যদের এই আটা খেয়ে অনেকের রক্তামাশা হয়েছে।

নেতাজী—(হাসিয়া) আমাদের সকলের সমান অন্ন পান তা' তো জানেন।

শা'নবাজ আটা লইয়া চলিয়া গেলেন।

নেতাজী সেক্রেটারীকে বলিলেন—আপনি টেবিলের উপর উঠে বসুন। আর গার্ডকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি জলে ভিজোনা, ঘরে এসে দাঁড়াও।

পরে হাসিয়া বলিলেন—আজ টেবিলে আমাদের চারজনের পালা
করে শুতে হবে। আমার পালা রাত্রিশেষের দু' ঘণ্টা—পরে
আদেশের স্বরে বলিলেন—মনে থাকে যেন।

গার্ড দু'জন আসিয়া রাইফেল স্পর্শ করিয়া মিলিটারী স্যালুট দিল। বাহিরে—বিদ্যুৎ, ঝড়, ঝঞ্ঝা ও বজ্রের ডাক বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘরের ভিতর অঝোরে জল পড়িতেছে। জলের সাথে বর্ষার জলেব মতই জোঁক পড়িতেছে। মিঃ সেক্রেটরী নেতাজীর গা হইতে জোঁক ঝারিতে লাগিলেন।

নেতাজী—আপনাদের গায়ে তো কম জোঁক পড়ে নাই। এখন
আমার দিকে চাইলে হবে না।

পরে গার্ডদের জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের পায়ে জুতা আছে?

গার্ড—আছে।

নেতাজী—তবে রাইফেল নামিয়ে হাত পকেটে দিয়ে হাত ঢাক।

মিঃ সেক্রেটারী—[স্যালুট দিয়া] সামরিক নিয়মে—গার্ড on
duty কখনও রাইফেল ত্যাগ করতে পারে না।

নেতাজী—বেশ, আমরা পালা করে গার্ড দেবো। বলিয়া গার্ডের
হাত হইতে রাইফেল নিলেন।

তাঁহার আদেশ ক্রমে গার্ড দু'জন ও মিঃ সেক্রেটারী টেবিলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। তিনি রাইফেল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া গার্ড দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর দরজায় কে ধাক্কা দিল—নেতাজী দরজা খুলিয়া দিলেন। মেঃ জেনারেল শা'নবাজ বাঁশের লম্বা চোঙে এক চোঙ জল ও ক'খানি বাজরার রুটি হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন।

নেতাজী তাঁহার হাত হইতে রুটি ও জল লইলেন ও সকলকে খাইতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শুকনো ঘাসচূর্ণ মেশান কালো রুটি খাইতে লাগিলেন ও বাঁশের চোঙ হইতে জলপান করিলেন।

নেতাজী—(তৃপ্তির সহিত) আঃ! আজ জল খেয়ে আরাম হলো!

শা'নবাজ—আজ তিনদিন আপনি ও ফৌজরা কেহ জলপান করতে পারেন নি।

নেতাজী—যখন বৃষ্টি পড়তে সুরু হয় আমি হাঁ করে জলপান করতে চেষ্টা করি। মুখে জোঁক লাগায় আর জলপান করা হয় নি। [শা'নবাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা জল পেলেন কোথায়?

শা'নবাজ—ফৌজের সৈন্যরা এক ঝরণা আবিস্কার করেছে।

নেতাজী—(হাসিয়া) আজ তাহলে আমাদের জলের অভাব নেই [বলিয়া পুনরায় চোঙা হইতে জলপান করিলেন।

শা'নবাজ—আপনি কাছে থাকলে আমাদের কিছুরই অভাব নেই।

নেতাজী—তাহলে এবার বিশ্রাম করা যাক।

শা'নবাজ—আজ নেতাজীর ক্যাম্পে গার্ডের ডিউটি আমার।

নেতাজী—তা হবে না, আজ আপনাদের সকলের বিশ্রাম। আজ গার্ডের কাজ আমার।

শা'নবাজ চলিয়া গেলেন। [নেতাজী গার্ড দু'জন ও তাঁহার লিঃ সেক্রেটরীকে শুইতে আদেশ দিলেন। তিনি রাইফেল ঘাড়ে করিয়া গার্ড দিতে লাগিলেন]

বাহিরে বর্ষার বিরাম নাই। ফৌজের ক্যাম্প হইতে জনকয়েক সৈনিকের মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত ঝড়্ জল ও বাদলা, হাওয়ার মধ্যে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

গান

সদা সুখ চয়ন্ কী বরথা বরষে
ভারত নাম সুভাগা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হামারা
নীল যমুনা গঙ্গা।
তেরি নিত গুণ গায়ে,
তুঝসে জীবন পায়ে,
সব গুণ পায়ে আশা।
সুরয্ বন্ কর্ জগ পর চম্কায়ে
ভারত নাম সুভাগা
জয় হো জয় হো জয় হো।

গান শেষ হইলে বারে বারে কোরাসে গানের শেষ পদ গায়করা গাহিতে লাগিল

সদা সুখ চয়্ন কী বরথা বরষে
ভারত নাম সুভগা
জয় হো জয় হো জয় হো
ভারত নাম সুভাগা!

নেতাজী মন্ত্র মুগ্ধের মত গানটি শুনিলেন। গান শুনিয়া তিনি

যেন নতুন শক্তি পাইলেন। তিনি আপন মনেই বলিলেন—ভগবান! এদের দুঃখ বরণ তুমি সার্থক কর।

তিনি রাইফেল ঘাড়ে করিয়া ঘরময় পা'চারি করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ফৌজের শিবির হইতে বিপুল 'জয় হিন্দ' ও "নেতাজী জিন্দাবাদ" জয়ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। নেতাজী বুঝিলেন 'আজাদ ব্রিগেড' ফিরেছে। তিনি গার্ডকে ডাকিয়া রাইফেল দিলেন ও দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

কর্ণেল গিয়ানী ও শা'নবাজ অভিবাদন করিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলেন।

নেতাজী—(গিয়ানীকে) কি ভাবে ফিরলেন?

গিয়ানী—জাপানীরা আগে চলে আসে। শত্রু আমাদের ঘিরে ফেলে, তাতেই দেরী হয়ে গেল শত্রুব্যূহ ভেদ করতে।

নেতাজী—হতাহতের সংখ্যা?

গিয়াণী—বেশী! ব্রিগেডে হাজার সৈন্য অবশিষ্ট আছে। তবে শত্রুর হতাহতের সংখ্যা আমাদের ডবলের চাইতেও বেশী।

এমন সময় ঝান্সীর রাণী রেজিমেণ্টের নেত্রী কর্ণেল লক্ষ্মী ও ঝান্সীর রাণী রেজিমেণ্টের দু'জন মহিলা অফিসার নেতাজীকে স্যালুট দিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইলেন।

নেতাজী—(সবিস্ময়ে) আপনারা!

কঃ লক্ষ্মী—মিলিটারী হেড অফিস হতে চীফের হুকুম—গান্ধী বিগ্রেড ও ঝান্সীর রাণী রেজিমেণ্ট অবিলম্বে কালওয়া

যাত্রা কর। আমরা সন্ধ্যার পরে কালওয়া পৌঁছেছি। নেতাজী এখানে শুনে সারারাত মার্চ্চ করে এই মাত্র আসছি।

নেতাজী—(হাসিয়া) বেশ করেছেন। এইবার কোর্ট মার্শেলে পড়বেন। কালওয়াতে আসবার অর্ডার পেয়েছেন এখানে আসবার অর্ডার তো পাননি ?

কঃ লক্ষ্মী—নেতাজীর যেরূপ আদেশ করবেন তাই হবে। তবে রেজিমেণ্ট কালওয়াতে রেখে আমরা পাঁচজন সারারাত মার্চ্চ করে এসেছি।

নেতাজী—এই ঝড়—জলে—অন্ধকার—বন জঙ্গলে ?

কঃ লক্ষ্মী—ঝান্সীর রাণী রেজিমেণ্ট ভয় বলে কিছু জানে না।

নেতাজী—(হাসিয়া) ভাল।

এমন সময় দু'জন সৈনিক লম্বা বাঁশের চোঙে চা আনিল। কঃ লক্ষ্মী এক বাক্স বিস্কুট নেতাজীর সামনে রাখিলেন।

নেতাজী—আজ চা পান মন্দ হবে না। কঃ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বিস্কুটের টিন কোথায় পেলেন ?

কঃ লক্ষ্মী—আমাদের ক্যাম্পে রেশন সাপ্লাই প্রচুর ছিল ; জমান দুধ, বিস্কুট, বার্লি।

নেতাজী—সেগুলি কোথায় দিলেন ?

কঃ লক্ষ্মী—কালওয়া হাসপাতালে।

নেতাজী—বেশ। তাহলে চা পান করা যাক। [বলিয়া কিটের

ভিতর হইতে ছোট জলপানের জগ বাহির করিলেন ও সকলে নিজ নিজ জগ কিট হইতে বাহির করিলেন]
বাঁশের চোঙ হইতে চা ঢালিয়া জগ ভর্ত্তি করিয়া বিস্কুট দিয়া চা পান করিতে লাগিলেন; চা পান শেষ হইলে গার্ড ঘর হইতে টেবিল বাহির করিয়া তাঁহাদের সামনে পাতিয়া দিল।

শা'নবাজ—নিজ পকেট হইতে ম্যাপ বাহির করিয়া টেবিলের উপর পিন দিয়া আঁটিলেন। সকলে নিবিষ্ট মনে ম্যাপ দেখিতে লাগিলেন।

নেতাজী—শত্রুর অবস্থান ?

কঃ কয়াণী—এখান থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূব।

নেতাজী—পথ ?

কঃ কয়াণী—এই বার্ম্মা আসাম রোড।

নেতাজী—এখান হতে ?

কঃ কয়াণী—সোজা দক্ষিণে তিন মাইল।

নেতাজী—কালওয়া ?

কঃ গিয়াণী—এখান হতে দশ মাইল। বর্ম্মা রোড হতে কুড়ি মাইল।

নেতাজী—শত্রু তাহলে কালওয়া বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যাবে।

শা'নবাজ—আমরা শত্রুকে এগুতে দেবোনা।

কঃ গিয়াণী—এই বন বহুদূর বিস্তৃত। শত্রু এ বনে ঢুকতে সাহস করবেনা।

শা'নবাজ—আমরা এই বনে আড্ডা গোড়ে শত্রুকে বিধ্বস্ত করবো।

নেতাজী—তিন বিগ্রেডই এসেছে?

শা'নবাজ—হাঁ নেতাজী।

নেতাজী—এই গরিলা যুদ্ধের জন্য ক'বিগ্রেড সৈন্য চান?

শানবাজ—এক বিগ্রেড হাজার সৈন্য।

নেতাজী—আপনারা কে থাকতে চান?

শা'নবাজ—গিয়াণী—লক্ষ্মী (সমস্বরে) আমরা সকলে নেতাজী।

নেতাজী—সকলে হতে পারে না। কঃ গিয়াণী ও তাঁহার ফৌজ পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন, তাঁরা কিছুদিন কাল-ওয়াতে বিশ্রাম করবেন।

কঃ গিয়াণী—আমার উপর এত নিষ্ঠুর হবেন না।

নেতাজী—(হাসিয়া) নিষ্ঠুর আমি হইনি। আপনি একটু দম নিন। তাহলে এখানে থাকছে সুভাষ ও নেহেরু বিগ্রেড।

কঃ লক্ষ্মী—আমরা?

শা'নবাজ—ফিল্ড হাসপাতাল এম্বুলেন্সের জন্য ঝান্সীর রাণী রেজিমেণ্ট থাকা দরকার।

কঃ লক্ষ্মী—আমরা কি কেবল এম্বুলেন্স ও ফিল্ড হাস-পাতালের কাজই করবো? আমরা লড়বো না?

নেতাজী—(হাসিয়া) বর্ত্তমান যুদ্ধ নীতিতে ফিল্ড এম্বুলেন্স যে কত বড় বীরত্বের পরিচয় তাতো জানেন?

কঃ লক্ষ্মী—জানি।

নেতাজী—তবে ? [পরে শা'নবাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন]।
সুভাষ ও নেহেরু বিগ্রেড আপনার কর্ত্তৃত্বে রইলো এখানে। কর্ণেল গিয়াণী আমার সাথে চললেন কালওয়াতে।

কঃ লক্ষ্মী—আর আমরা ?

নেতাজী—আপনার সাথে কত ফৌজ আছে ?

কঃ লক্ষ্মী—পাঁচ শত।

নেতাজী—তিনশত থাকবে কালওয়াতে, আর দু'শত এখানে জঙ্গল যুদ্ধের জন্য। প্রতি সপ্তাহে আপনার ফৌজ বদল হবে অর্থাৎ যারা এখানে—তারা কালওয়াতে যাবে, আর যারা কালওয়াতে তাবা এখানে আসবে। তাছাড়া ঝাঁন্সীর বাণীব একটি বিমান-বাহিনী গড়ে উঠেছে, সেখানে ট্রেনিংএ যাবে কুড়িজন ক'রে।

[পরে সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন] অপনাদের এ ব্যবস্থা মঞ্জুর ?

সকলে—মঞ্জুর।

নেতাজী—রসদের কি ব্যবস্থা হবে ?

কঃ লক্ষ্মী—কালওয়াতে দু'ওয়াগন চাল কাল এসে পৌছেছে।

নেতাজী—ও. কে. !

[বলিয়া নিজের কিট ঘাড়ে তুলিলেন। এবং অর্ডার দিলেন]
বাকি সকলে এখনি কালওয়া মার্চ্চ করবে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উত্তর বর্ম্মার কালওয়া সহরের সহরতলি ছাড়াইয়া পাহাড়ের আড়ালে আজাদ হিন্দ ফৌজের লুক্কায়িত এক বিমান শিবির। সময়—১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের শেষের দিক। দূরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কেন্দ্রীয় বেস (Base) হাসপাতাল ও অন্যান্য শিবির দেখা যাইতেছে। এরোড্রোমে—চার পাঁচখানি প্লেন দেখা যাইতেছে। সামনেই শিবির। শিবিরের সামনে খোলা মাঠ সেখানে সিপ্রা, বেরা, লক্ষ্মী, মায়া, রাণু, ইঁহারা দু'দলে টেনিশ খেলিতেছেন ও নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করিতেছেন ইঁহাদের সঙ্গে আছেন চারিজন নারী জাপানী পাইলট। দু'মাইল দূরে আজাদ হিন্দের ক্যাম্পের সহিত রেডিও ফোনের যোগাযোগ আছে।

এমন সময় উপরে প্লেনের শব্দ হইল, ইঁহারা খেলা ছাড়িয়া রাইফেল লইয়া যে যার মত গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাইফেল বাগ করিয়া ধরিলেন।

পরে প্লেন হইতে সাঙ্কেতিক আভাসে বুঝিলেন, মিত্রপক্ষের প্লেন তখন রাইফেল হাতে বাহিরে আসিলেন।

প্লেন নীচু ডাইভ বা ছোঁ প্যাঁচে নীচে নামিল। প্লেন নীচে নামিলে তাহার ভিতর হইতে, নেতাজী নামিলেন। তখন ইঁহারা কোলাহল করিতে করিতে রাইফেল হাতে লইয়াই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ছুটিল।

সকলে নেতাজীকে ঘিরিয়া এক সঙ্গে বলিতে লাগিল—নেতাজী! আমরা সকলেই এখন পাকা পাইলট। আমাদের কলকাতা বিমান-আক্রমণে যেতে আদেশ দিন।

নেতাজী—কলকাতা তোমাদের দেশ, সেখানে যাবে? নিজের দেশে নিজ দেশী লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেই।

সকলে [একসঙ্গে]—তবে আপনি যে যুদ্ধ করছেন?

নেতাজী—[হাসিয়া] আমি বাঙলায় যাচ্ছিনা, যাচ্ছি দিল্লী। তখন বাঙলায় আর যেতে হবে না। বাঙলা আপনিই আসবে। তোমরা তো দিনরাত দিল্লী চলো গান গাচ্ছ।

[নারী যোদ্ধারা সকলে হাসিয়া উঠিল।

নেতাজী—(জাপানী শিক্ষয়িত্রী পাইলটকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) ইহারা অন্যের বিনা সাহায্যে প্লেন চালাতে পারে?

শিক্ষয়িত্রী—পারে।

নেতাজী—তবে দু'খানা প্লেন নিয়ে এরা উঠুক।

সকলে একসঙ্গে বলিল—নেতাজী! আমি যাবো, আমি যাবো।

নেতাজী—[ধমকের সুরে বলিলেন] তোমাদের সামরিক শিক্ষা কিছু হয় নি। একথা তোমরা জানো যে, প্লেনের আক্রমণের পাইলট লটারী ফেলে ঠিক করা হয়।

সকলে—তা' জানি।

নেতাজী—তবে কেন গোল করছ?

সকলে—বেশ, লটারীই হোক।

নেতাজী—[জাপানী শিক্ষয়ত্রীকে ডাকিয়া লটারী ফেলিতে বলিলেন। তাঁহাকে নারীবাহিনীর দল ঘিরিয়া রহিল।

তিনি লটারী ফেলিলেন ও বলিলেন] সিপ্রা ও উর্ম্মিলার নাম উঠেছে।

সিপ্রা ও উর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি প্লেন চালাবার সাজে সজ্জিত হইয়া আসিল ও নেতাজীর আদেশের অপেক্ষায় রহিল।

নেতাজী—দু'খানি প্লেন নিয়ে তোমরা দু'দিকে যাবে ও আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরতে হবে। [পরে বলিয়া দিলেন] —শত্রুর সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাবে।

দু'খানি প্লেন উড়িয়া গেল। অন্যান্য যাহারা রহিল তাহারা নেতাজীকে বলিল—নেতাজী! আমরা চা, বিস্কুট পেয়েছি। আপনার জন্য চা তৈরী করি ?

নেতাজী—কর।

তাহারা চা করিতে লাগিল। [নেতাজী জাপানী শিক্ষয়িত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,]—এখানে শেল ক'টা আছে ?

—আটটা।

এরা সব শেলের ব্যবহার জানে ?

—জানে।

(এর মধ্যে আজাদ হিন্দ নারী ফৌজের সৈন্যরা চা করিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চা পান করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্লেন দু'খানি ফিরিয়া আসিল।)

সিপ্রা ও উর্ম্মিলা প্লেন হইতে নামিলে নেতাজী বলিলেন—তোমরা কিরূপ ম্যাপ ষ্টাডী করতে পার দেখাও।

সকলে মিলিয়া শিবিরে আসিলেন, সেখানে এক লম্বা টেবিলের উপর ম্যাপ পিন দিয়া আঁটা আছে।

নেতাজী—কলকাতা?

সিপ্রা ও উর্মিলা ম্যাপ দেখাইয়া বলিল—এখান হতে এই আকাশ পথে দেড়শ মাইল।

নেতাজী—তারপর।

সিপ্রা ও উর্মিলা—কলকাতা ঢুকতে হবে ডায়মণ্ডহারবার বাঁ দিকে রেখে, বিদ্যাধরী নদীর খাল দিয়ে—লবণ হ্রদ পেরিয়ে শেয়ালদ ডাইনে রেখে, যাদবপুরের ওপর দিয়ে।

নেতাজী—আচ্ছা, এবার মিটার ও স্পীডের জ্ঞানের পরিচয় দাও?

তাহারা প্লেনের ইঞ্জিনের স্পীড মিটার ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘরে সরাইয়া দিয়া বলিল—প্লেনের যখন কাঁটা ১২টার ঘরে—তখনি বুঝব আমরা ড্যালহৌসি স্কোয়ারে। তার বাঁদিকে এক মিনিট সরলে খিদিরপুর ডক, ডানদিকে এক মিনিট সরলে বাগবাজারের খাল ও লক্‌আপ। আর বাঁদিকে পাচ মিনিটের ঘরে সরলে একেবারে ডায়মণ্ডহারবার।

নেতাজী—প্রশংসমান দৃষ্টিতে বলিলেন—বেশ শিখেছো!

কঃ লক্ষ্মী—এবার আমাদের হাসপাতাল দেখবেন চলুন।

নেতাজী—চলো—বলিয়া তাঁহাদের সাথে চলিলেন।

পথে নেতাজীকে দেখিয়া তাঁহার সাথে বহু লোক অনুগমন করিতে লাগিল! তাঁহারা হাসপাতালের দরজায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

[দৃশ্যান্তর—আজাদ হিন্দ ফৌজের কলওয়া মিলিটারী হাসপাতাল। হাসপাতালে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। হাসপাতালের ফটকে সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দিতেছে। সৈনিক নেতাজীকে ও মিলিটারী অফিসারদের স্যালুট দিল, তাঁহারা একটি বড় হলে প্রবেশ করিলেন। সারি সারি খাটিয়ার উপর রোগী শুইয়া আছে। বেশীর ভাগ রোগীই যুদ্ধে আহত, নেতাজী প্রত্যেক বেড দেখিতে লাগিলেন। এইভাবে ৩০ নং বেডের কাছে আসিয়া দেখিলেন, রুগীর বাঁ-হাত কাটা। রোগী তাঁহাকে দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

নেতাজী—তুমি কোন্ ফ্রণ্টে আহত হয়েছে?

রোগী—কোহিমা ফ্রণ্টে।

নেতাজী—কোহিমা ফ্রণ্টে আমাদের আহতের সংখ্যা কত?

ক: লক্ষ্মী—পাঁচশত।

নেতাজী—সকলের এখানে স্থান হয়েছে?

লেঃ লক্ষ্মী—বেশীভাগেরই স্থান হয়েছে।

নেতাজী দেখিলেন—[রোগীর গায়ে কোট নাই, তিনি নিজের কোট খুলিয়া বোগীর গায়ে পরাইয়া দিতে গেলেন।] রোগী কোটটি মাথায় রাখিয়া বলিল, নেতাজী! যেদিন আজাদ হিন্দ হবে আমি সেইদিন এই কোট পরবো। অন্যান্য রোগীরা তাহাদের রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া জয় হিন্দ ধ্বনি দিল!

তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কাগজের হকার হাঁকিতেছে—জয় হিন্দের বিশেষ সংখ্যা নেতাজীর নির্দ্দেশ-নামা বড় হেড লাইনে দেখা যাইতেছে;—**আপনাদের সর্ব্বস্ব**

দিন। আপনাদের রক্ত দিন—তার বদলে আমি আপনাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতেছি। কাগজ কাড়াকাড়ি করিয়া বিক্রী হইয়া গেল। এক মহিলা প্রতিনিধি দল আগাইয়া আসিল।

কঃ লক্ষ্মী—(পরিচয় করাইয়া) এঁরা স্বাধীন ব্রহ্মের নারী এম্বুলেন্স কোরের মেম্বার। এঁরা আমাদের সাথে এক যোগে কাজ করতে চান।

নেতাজী—খুব আনন্দের কথা। আপনারা কর্ম্ম-পদ্ধতি ঠিক করে ফেলুন।

[পরে কঃ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন] আমাদের বাল সেনা কিরূপ কাজ করছে?

কঃ লক্ষ্মী—অতি উত্তম।

নেতাজী—আপনাদের দু'দলেরাই এদের সহযোগিতা রাখবেন।

কঃ লক্ষ্মী—নেতাজীর যেরূপ অভিপ্রায়।

চতুর্থ দৃশ্য

বর্ম্মা আজাদ হিন্দের হেড কোয়াটার

সময়—১৯৪৫ সালের এপ্রিলের শেষ।

নেতাজী টেবিলের পাশে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখাইতেছে। এমন সময় মিঃ সেক্রেটারী আসিয়া খবর দিল—ডাঃ বা'মা দেখা করিতে আসিয়াছেন। নেতাজী উঠিয়া অগ্রসর হইয়া ডাঃ বা'মাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন। ডাঃ বা'মাকে বসাইয়া নিজে বসিলেন।

ডাঃ বা'মা—Your excellency !

নেতাজী—আমরা বন্ধু ভাবে আলোচনা এখন করি এসো। ও সব অফিসীয়াল সম্বোধন এখন থাক।

ডাঃ বা'মা—(হাসিয়া) এই জন্যই আপনি নেতাজী! আমি যা বলতে এসেছি। জাপানীরা পালাচ্ছে। উত্তর ব্রহ্ম ক্রমে ব্রিটিশের হস্তগত হচ্ছে। মনে হচ্ছে রেঙ্গুন রাখা যাবে না।

নেতাজী—স্বাধীন ব্রহ্মের ফৌজ কত আছে ?

ডাঃ বা'মা—প্রায় এক লক্ষ ; ৫০ হাজার fully equipped

নেতাজী—আজাদ হিন্দ ফৌজ ৫০ হাজারের বেশী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। তা'ছাড়া এক লক্ষ সৈন্য আমরা যখন তখন রণাঙ্গনে নামাতে পারি।

ডাঃ বা'মা—আমার মনে হচ্ছে জাপান আত্মসমর্পণ করবে।

নেতাজী—সব ফৌজ নিয়ে যদি বর্ম্মা ও আসাম সীমান্তে পাহাড়ে, জঙ্গলে অবিরাম গরিলা যুদ্ধ করা যায় তাহলে—

ডাঃ বা'মা—তাহলে শত্রু সহরের কিছু রাখবে না। এই রেঙ্গুন সহরের কিছু থাকবে না।

নেতাজী—(কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) চ্যাঙ্ যদিও আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয় নাই—শত্রু তাই করেছে; তবুও—

ডাঃ বা'মা—চ্যাঙ্ যোগ দিলে এ যুদ্ধের চেহারা বদলে যেতো। ওকে আমরা বিশ্বাসঘাতক বলি।

নেতাজী—আমি তার অন্য এক কার্য্যপদ্ধতি ভাবছি। সে নানকিং থেকে পালাবার সময় নগর ধ্বংস ক'রে সমস্ত অধিবাসী নিয়ে পাহাড় অঞ্চলে চলে যায়। আমরা যদি তাই করি—

ডাঃ বা'মা—রেঙ্গুন সহর আমার ফৌজ ধ্বংস করবে না। তা'ছাড়া মান্দালয় উত্তর বর্ম্মা এখন শত্রুর হাতে।

নেতাজীর মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় এ, ডি, সি, খবর দিল—জেনারেল যশীদা।

নেতাজী ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসিতে বলিলেন। জেনারেল যশীদা আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল—Your Excellency! রেঙ্গুন আজই ছাড়তে হবে—চলুন সিঙ্গাপুরে। রাষ্ট্রদূতরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছেন। [পরে ডাঃ বামাকে দেখিয়া বলিল]—Your Excellency!

ডাঃ বা'মা—আমি আপনার হেড কোয়াটার হতে আসছি। আপনাকেও এই কথা বলতে গিয়েছিলাম।

নেতাজী—জেনারেল যশীদাকে বসিতে বলিলেন, পরে বলিলেন এই Retreat মানে ?

যশীদা—মিলিটারী কৌশল। এখন সিঙ্গাপুরে সব হেড কোয়াটার হবে। সেখান হতে আমরা যুদ্ধ করবো। ব্রিটিশ একদিন রেঙ্গুন—বর্ম্মা ছেড়েছিল।

নেতাজী—শুনছি, তোমরা নাকি আত্ম সমর্পণ-করবে ?

যশীদা—(নিজের ক্রোধ দমন করিয়া) আজাদ হিন্দ, ব্রহ্ম আপনারা আমাদের মিত্ররাষ্ট্র। মিত্ররাষ্ট্র হয়ে মিত্রকে এভাবে অপমানিত করবেন না।

ডাঃ বা'মা—অপমানের কথা নয়, জেনারেল যশীদা! আমরা যদি ক্রমাগত Retreat করি, তবে স্থায়ী হয়ে দাঁড়াবো কোথায় ?

জেঃ যশীদা—কিছু মনে করবেন না। আপনারা নতুন যুদ্ধ করছেন—কৃতিত্বের সহিত অপসারণ যুদ্ধের বড় নীতি !

এমন সময় মিলিটারী সেক্রেটারী আসিয়া জানাইলেন—আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেহেরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, ও গান্ধী ব্রিগেড বন্দী হয়েছে।

নেতাজী—(আসন হইতে উঠিয়া) বন্দী হয়েছে! কোথায় ?

মিঃ সেক্রেটারী—উত্তর বর্ম্মায়—পোপ হিলের পাশে সাতদিন অবিরাম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে।

নেতাজী—সহকর্ম্মী মেঃ জেনারেল শা'নবাজ, মোহন সিং, গীলন এঁরা আজ বন্দী !

মিঃ সেক্রেটরী—তাঁরা বীরের মত লড়েছেন।

জেঃ যশীদা—আজাদ হিন্দ ফৌজ যেরূপ লড়েছে, জাপানও এত বীরত্বের সাথে এ যুদ্ধে লড়তে পারে নাই।

নেতাজী—ঝান্সী রাণী রেজিমেণ্ট ?

মিঃ সেক্রেটরী—তাঁবা মোলমেনে যুদ্ধ করছেন।

জেঃ যশীদা—আমরা আজই চললাম। দু'একদিনের মধ্যে রেঙ্গুনের পতন হবে। আপনাদের গভর্ণমেণ্ট আজই সিঙ্গাপুরে অপসারণ করবেন। বলিয়া তিনি বিদায় নিলেন।

নেতাজী—আমি ভাবতে পারছি না দু' লাখ শিক্ষিত সৈন্য ও রণসম্ভার থাকতে অপসারণ কি করে হয় ?

ডাঃ বা'মা—নেতাজী ! আপনি যে রণসম্ভারের কথা বলছেন, রাইফেল, বেরিন গান, মেসিন গান এমন কি ট্যাঙ্কও আমাদের আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে একমাত্র রণসম্ভার হচ্ছে প্লেন। আমাদের সেই অভাবেই আমরা অপসারণ করছি। বিমান আক্রমণে রেঙ্গুনের অবস্থা চেয়ে দেখছেন। জাপানীরা আমাদের প্লেন দিতে পারে নাই।

নেতাজী—সেইখানেই আমাদের হিসাবে ভুল। আর জার্ম্মেনীও এই ভুলই করেছিল।

ডাঃ বা'মা—আমি তবে চল্‌লাম। সিঙ্গাপুরে দেখা হবে।

নেতাজী—তারপর কোথায় ?

ডাঃ বা'মা—সমুদ্রে জলের অভাব নাই। প্লেনের অভাব থাকতে পারে।

নেতাজী (হাসিয়া) সাবাশ! বলিয়া ডাঃ বা'মাকে আলিঙ্গন করিলেন।

মিঃ সেক্রেটারী আসিয়া পুনরায় জানাইলেন—ঝান্সী রাণীবাহিনী চব্বিশ ঘণ্টার উপর অবিরাম সংগ্রাম করে মোলমেনের পাশে বন্দী হয়েছে।

নেতাজী—বন্দী হয়েছে?

মিঃ সেক্রেটারী—হাঁ।

নেতাজী—আত্মঘাতী বাল সেনা?

মিঃ সেক্রেটারী—তাদের মধ্যে আটজন পিঠে ডিনামাইট বেঁধে শত্রুর আটখানি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

নেতাজীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—অমর বালকরা! হিন্দ এক-দিন আজাদ হবে। আর ভয় নেই।

পরে তিনি কর্ণেল চাটার্জ্জীকে ডাকিতে বলিলেন ও ঘরের ভিতর পায়'চারী করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এ, ডি, সি, কর্ণেল চাটার্জ্জীর আগমন সংবাদ জানাইল। কর্ণেল আসিয়া দাঁড়াইতেই—

নেতাজী—আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের রেঙ্গুন শাখায় কত টাকা আছে?

কঃ চাটার্জ্জী—এক কোটী।

নেতাজী—এক লাখ রেখে বাঁকী সিঙ্গাপুরে পাঠান আজই। আর আমাদের কত সৈন্য রেঙ্গুনে আছে?

মিঃ সেক্রেটারী—পঁচিশ হাজার।

নেতাজী—তিন হাজার রেঙ্গুনে পুলিশের কাজ করবার জন্য রেখে—যেন কোন লুঠতরাজ না হয়—বাকী সৈন্য আজই সিঙ্গাপুরে যাবে।

কঃ চাটার্জ্জী—রেঙ্গুনে থাকবে কে ?

নেতাজী—আমি।

মিঃ সেক্রেটারী ও কঃ চাটার্জ্জী—সে হতে পারে না নেতাজী !

নেতাজী—আমাকে পেলে ব্রিটিশ আজাদ হিন্দ ফৌজের আর কিছু করবে না।

মিঃ সেক্রেটারী—সেটা ভুল, নেতাজী ! আপনি থাকলে আজাদ হিন্দ থাকবে। তা'ছাড়া আপনার টোকিও যাওয়া বিশেষ দরকার। ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নিজে গিয়ে না জানালে হবে না। তা'ছাড়া আমাদের হতাশ হবার মত অবস্থা নয়।

নেতাজী—জাপানীদের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়েছি।

কঃ চাটার্জ্জী ও মিঃ সেক্রেটারী—আমাদেরও বিশ্বাস নেই। তবে মিত্ররাষ্ট্রের ফলাফল এক।

[নেতাজী ঘরময় পায়'চারী করিতে লাগিলেন।

কঃ চাটার্জ্জী—অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

নেতাজী মিঃ সেক্রেটারীকে বলিলেন—যাবার আগে আমি message দিতে চাই—সমস্ত দক্ষিণ এশিয়াকে—পকেট wireless যন্ত্রটি নিয়ে আসুন।

মিঃ সেক্রেটারী wireless যন্ত্রটি আনিলেন।

নেতাজী—যন্ত্রের মাইকের মুখে বলিতে লাগিলেন—"বন্ধুগণ! ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আপনারা সেখানে বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়াছেন এবং এখনও চালাইতেছেন, আজ গভীর বেদনার সহিত আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। ইম্ফাল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রথম চেষ্টাই মাত্র। আমাদিগকে আরো বহু চেষ্টা করিতে হইবে। আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইব না। ইম্ফালের সমতল ভূমিতে—আরাকানের অরণ্য অঞ্চলে—ব্রহ্মদেশের তৈলখনি ও অন্যান্য অংশে—শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকিবে।
২১শে এপ্রিল ১৯৪৫।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ
(স্বা) সুভাষচন্দ্র বসু
আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক।

মাইকে বলা শেষ হইলে নেতাজী messageএ সহী করিলেন। পরে বলিলেন—এই message বর্ম্মার সর্ব্বত্র বর্ম্মী ভাষায় ছাপিয়ে ব্রিটিশ আসবার আগেই যেন broadcast করা হয়।

মিঃ সেক্রেটারী—আদেশ পালিত হবে। [বলিয়া স্যালুট দিয়া চলিয়া গেলেন।]

নেতাজী—দূরে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—তাহাকে দেখিয়া মনে হয়—তিনি ধ্যানমগ্ন, বাহিরের ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

পঞ্চম দৃশ্য

সিঙ্গাপুর—টাউন হলের ভিতর আজাদ হিন্দ ফৌজের জরুরী মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইতেছে। তাহাতে দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীন রাজ্য মালয়—বর্ম্মা—শ্যাম ও ইন্দোচীনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত আছেন। আমন্ত্রিত হইয়া জাপানী জেনারেল ষমশিতা এবং জেনারেল ষশীদা ও ডাঃ বা'মা উপস্থিত আছেন। সময় ১৯৪৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি।

শ্যামের প্রতিনিধি—আমাদের পরস্পরের খোলাখুলি ভাবে আলোচনার সময় এসেছে। পরে জাপানী জেনারেলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন এ যুদ্ধের শেষ ফলাফল আপনারা কি মনে করেন?

জেনারেল—আমরা জিতবো।

ইন্দোচীনের প্রতিনিধি—জিতবো আমরা ঠিকই, তবে আপনারা আমাদের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকবেন কিনা স্পষ্ট জানা দরকার।

জেনারেল ষমশিতা—জাপান গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্ররাষ্ট্রের এই সন্ধিই হয়েছে জানি।

মালয়ের প্রতিনিধি—যদি জাপানী গভর্ণমেণ্ট আত্মসমর্পণ করেন?

জেনারেল ষমশিতা—আপনি সেটা বিশ্বাস করেন?

বর্ম্মার প্রতিনিধি—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না; ধরে নিন যদি আপনারা আত্মসমর্পণ করেন।

শ্যামের প্রতিনিধি—আমরা যুদ্ধ চালাবো।

মালয়ের প্রতিনিধি—জাপানী গভর্ণমেণ্টের সাথে আমাদের সন্ধি চুক্তি রহিত হবে।

ডাঃ বা'মা—ঠিক কথা।

নেতাজী—তাহলে আমাদের সম্মিলিত বল—সৈন্য সংখ্যা অর্থ সামর্থ্য আছে কত তা জানা দরকার।

ইন্দোচীনের প্রতিনিধি—ইন্দোচীনে লাখ সৈন্য মজুত আছে। তা'ছাড়া তার প্রান্তরে—অফুরন্ত ধান্য ও বনে জাহাজ তৈরীর কাঠ কেটে শেষ হবে না।

মালয়ের প্রতিনিধি—মালয়ের রবার ও জঙ্গলের কাঠ ও মাঠে ধান্যের অভাব নেই।

বর্ম্মার প্রতিনিধি—বর্ম্মা যদিও আপাততঃ শত্রুর হস্তগত হয়েছে এখনও লক্ষ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বর্ম্মী সেনা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে।

ডাঃ বা'মা—স্বাধীন ব্রহ্মের গরিলা সেনারা শত্রুর সাথে অবিরাম সংগ্রাম করবে।

কর্ণেল চাটার্জ্জী—মিত্র শ্যামরাজ্য আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে তিন হাজার একর জমি ছেড়ে দিয়েছেন ভারতবাসীর বসবাসের জন্য।

শ্যামের প্রতিনিধি—মিত্র স্বাধীন ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও একটি সুসজ্জিত হাসপাতাল চলছে ব্যাঙককে।

ইন্দোচীনের প্রতিনিধি—মিত্র স্বাধীন ভারতের ব্যাঙ্ক ও প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল চলছে ইন্দোচীনে।

মালয়ের প্রতিনিধি—দক্ষিণ এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে স্বাধীন আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট আজ আমাদের সকলের চাইতে শক্তিশালী।

ক: চাটার্জ্জী—দেড লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য ও ব্যাঙ্কের পঁচিশ কোটী টাকা ও দক্ষিণ এশিয়ার ২২ লক্ষ ভারতবাসীর অকৃত্রিম আনুগত্য ও আপনাদেব মত মিত্ররাষ্ট্রের সাহায্যে আমরা এতদূর অগ্রসর হয়েছি।

নেতাজী—যতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি সৈন্যও জীবিত থাকবে—ততদিন আমাদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধ চলবে। আপাত দৃষ্টিতে বর্ম্মা হতে অপসারণ পরাজয় মনে হলেও সেটা ভাবী জয়ের সূচনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ডা: বা'মা—নিশ্চয়। স্বাধীন বর্ম্মার সুশিক্ষিত গরিলা বাহিনী একজন জীবিত থাকলেও যুদ্ধ করবে।

শ্যামের প্রতিনিধি—আমরা পরস্পরের মধ্যে নতুন করে মিত্রতা-বদ্ধ হতে চাই যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমুহ ও স্বাধীন আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরের আনুগত্য, সহযোগিতা দৃঢ়তর করবার জন্য।

নেতাজী—নিশ্চয়ই। শ্যাম, মালয়, ইন্দোচীন ও আমরা এক অখণ্ড বৃহত্তর দ্বীপময় ভারত ছাড়া আর কিছুই নয়।

মালয়ের প্রতিনিধি—নিশ্চয়।

জে: যশীদা—তাহলে আপনারা জাপ গভর্ণমেণ্টের সাথে নতুন করে মিত্রতাবদ্ধ হবার আবশ্যক মনে করেন না?

সকলে—না।

জেঃ যশীদা—আপনাদের জাপ গভর্ণমেণ্টের প্রতি সন্দেহমূলক মনোভাব দেখে আমি বিশেষ দুঃখিত। তিনখানা যুদ্ধের মানোয়ারী জাহাজ, ন'খানা ক্রুজার—অসংখ্য সাবমেরিন দু'লক্ষ শিক্ষিত ও সজ্জিত সৈন্য ও তিনশত জঙ্গী প্লেন আমাদের এই সেনানে (সিঙ্গাপুর) মজুত আছে। আমরা একজন জীবিত থাকতে আত্মসমর্পণ করব না।

নেতাজী—আমরা আপনাদের মিত্রতা বন্ধন ছিন্ন করছি না। কেবল—

ডাঃ বা'মা—জাপান আত্মসমর্পণ করলে জাপ গভর্ণমেণ্টের সাথে আমাদের মিত্রতা থাকবে না।

সকলে—ঠিক তাই।

জেঃ যশীদা—নেতাজীর স্বয়ং টোকিও গিয়ে জাপ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব জেনে আসা উচিত।

মালয়ের প্রতিনিধি—অবশ্য কর্ত্তব্য

শ্যামের প্রতিনিধি—আমরা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এজন্য নেতাজীকে প্রতিনিধি মনোনীত করছি।

সকলে—আমরা একমত।

নেতাজী—আমি আপনাদের প্রতিনিধিত্বের গৌরব ও মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করব।

এমন সময় এ, ডি, সি, আসিয়া জানাইলেন—"শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে" মাল্য অর্পণের সময় হয়েছে।

নেতাজী—আমাদের নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করবার

আগে ভারতের স্বাধীনতা, যুদ্ধে ভারতে ও ভারতের বাইরে—ইম্ফাল রণ-প্রান্তরে—আরাকানে—বর্ম্মায়-যাঁরা প্রাণ দিয়াছে—তাঁদের স্মৃতি-পূজা করে তাঁদের কাছে প্রেরণা নিতে হবে।

সকলে—অবশ্য।

[নেতাজীর সহিত সকলে বাহিরে আসিলেন]

প্রাঙ্গণের ময়দানে আটকোণ মার্ব্বেল বেদীর উপর শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভ। স্তম্ভ ও বেদী মার্ব্বেলে তৈরী। চারিদিকে সুদৃশ্য রেলিং ঘেরা। বেদীর সামনে ঝান্সী রাণী বাহিনীর এক দল গার্ড অব-অনার। তাহাদের পেছনে ঋজু উচ্চ দণ্ডে জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে। বেদীর আর তিন দিক ঘিরিয়া অসংখ্য ভারতীয়, মালয়, চীনা প্রভৃতি নানা জাতির শ্রেণীবদ্ধ নাগরিক। নেতাজী আসিতেই ব্যাণ্ডে আজাদ হিন্দ ফৌজের মার্চ্চ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। ব্যাণ্ড থামিলে নেতাজী স্তম্ভে মাল্য অর্পন করিলেন। তিনি নত মস্তকে স্তম্ভের সামনে আবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার পর মালয়, শ্যাম, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন ও জাপানী জেনারেলর ওরাষ্ট্রদূতরা স্তম্ভে মাল্য অর্পণ করিলেন। জনতা নিস্তব্ধ। মাল্য অর্পণ শেষ হইলে ঝান্সী রাণী বাহিনীর সৈনিকরা গাহিল:

(গান)

জাগো, অনন্ত পথযাত্রী শহীদ, জাগো,
জাগো চির অক্ষয়,
অস্ত শিয়রে উদয় তারকাদল, জাগো,
তোমাদের হোক জয়।

দুর্গম কাল রাত্রি আলোকে ভেদি'
ভয়' শঙ্কিত কণ্টক পথ ছেদি'
যুগ সঞ্চিত, মোহ-পুঞ্জিত,
মহা বন্ধন করি ক্ষয়।
জাগো, জাগো, নির্ভয়।

জাগো, জীবন দানের দুঃসহ ব্রতে
স্বদেশের তীব্র বহ্নিমান্
জাগো মুক্তিব্রতের সেনা
হিন্দু মুসলমান!

মৃত্যু মহিমা নব যৌবন রাগে
জাগো পলাশীর মাঠে, জালিয়ান বাগে,
মহা ভারতের মর্ম্ম ভরিয়া দাও
ভারতের দুর্জ্জয় বরাভয়
জাগো, জাগো, নির্ভয়॥
বীর! তোমরা দিয়াছ মায়ের চরণে
নিঙারি বুকের খুন
রক্তে শুধেছ সিরাজ, মোহনলালের
মীরকাশেমেরঋুন,

বাহাদুর শাহ, নানা, টিপু সুলতান
ঝান্সীর রাণী মাতঙ্গিনীর প্রাণ,
কনক লতার আলোক লতার স্মৃতি
গৌরবে অক্ষয়।

জাগো, জাগো, নির্ভয়।
জাগো, নন্দকুমাব, যতীন, সূর্য্যসেন
ভগৎ সিংহ জাগো,
জাগো, আরাকান, পোপা, ইম্ফাল রণে
নিঃশেষিত প্রাণ জাগো
নব জীবনেব শঙ্খ ধ্বনির তূর্যো
নবারুণ লেখা ঝরিছে নতুন সূর্য্যে
জ্বলে, উজ্জলালোকে, হিমাদ্রি চূড়া ঐ
বিশ্ব ভূবনময়—জাগো নির্ভয়।

[গান শেষ হইলে সকলে নত মস্তকে শহীদ স্তম্ভে অভিবাদন করিলেন।

এ, ডি, সি আসিয়া জানাইল—প্লেন প্রস্তুত। নেতাজী সকলের সাথে সেকহ্যাণ্ড করিলেন। তাঁহাকে মিঃ সেক্রেটারী ও এ, ডি, সি অনুগমন করিল। ঝান্সী রাণী ব্রিগেড—জঙ্গী কায়দায় ঘুরিয়া গানের শেষ কলি গাহিতে গাহিতে চলিল—

জ্বলে উজ্জলালোকে, হিমাদ্রি চূড়া ঐ
বিশ্বভূবন ময়
জাগো নির্ভয়

যবনিকা